পাক্ষিক

আহ্‌মদী

Fortnightly AHMADI

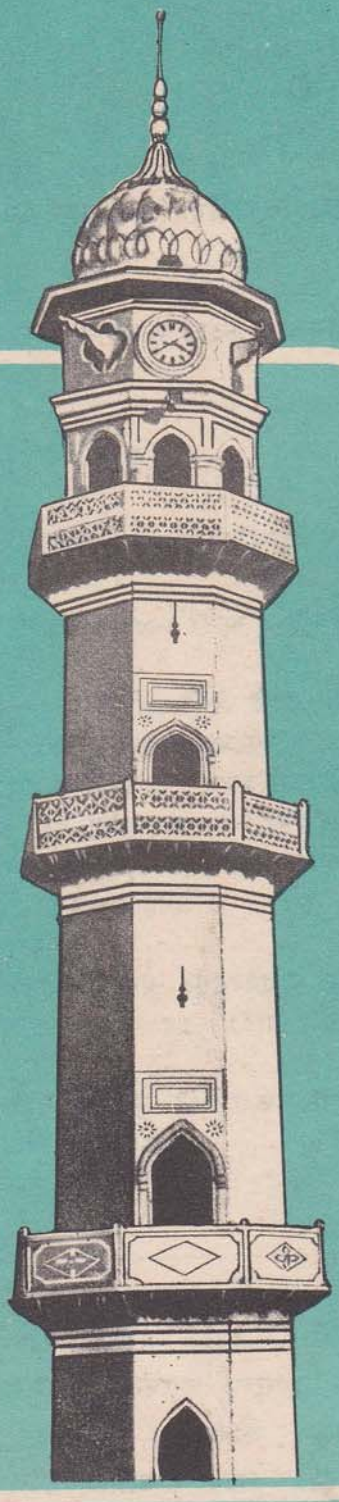

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

"মানব জাতির জন্য জগতে আজ কুরআন ব্যতিরেকে আর কোন ধর্মগ্রন্থ নাই এবং আদম সন্তানের জন্য বর্তমানে মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ) ভিন্ন কোন রসুল ও শাফায়াতকারী নাই। অতএব তোমরা সেই মহা গৌরব-সম্পন্ন নবীর সহিত প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা কর এবং অন্য কাহাকেও তাঁহার উপর কোন প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না"।

—হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ)

নব পর্যায়ে ৪০শ বর্ষ ॥ ২৩শ সংখ্যা
১৬ই শাবান, ১৪০৭ হিঃ ॥ ১লা বৈশাখ ১৩৯৪ বাংলা ॥ ১৫ই এপ্রিল ১৯৮৭ইং
বার্ষিক চাঁদা বাংলাদেশ ও ভারত ৩০·০০ টাকা ॥ অন্যান্য দেশ ৫ পাউণ্ড

সূচীপত্র

পাক্ষিক 'আহ্‌মদী' ১৫ই এপ্রিল ১৯৮৭ ৪০ বর্ষ ২৩শ সংখ্যা

বিষয়	লেখক	পৃঃ
* তরজমাতুল কুরআন : সূরা ইব্‌রাহীম (১৪শ পারা ৬ষ্ঠ রুকু)	মূল : হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) অনুবাদ : মোহ্‌তারম মৌঃ মোহাম্মদ, আমীর, বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া	১
* হাদীস শরীফ : ঈমান এবং উহার আরকান (অঙ্গপ্রত্যঙ্গ)	অনুবাদ : এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার	৩
* অমৃতবাণী :	হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) অনুবাদ : এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার	৪
* জুমুআ'র খোৎবা :	হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) অনুবাদ : জনাব নজির আহমদ ভূইয়া	৬
* জুমুআ'র খোৎবা (সারসংক্ষেপ) :	হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) অনুবাদ : মাওঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহমুদ	১৯
* হুযূর (আইঃ)-এর পবিত্র পয়গাম :	হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) অনুবাদ : মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ	২২
* একটি ঐশী-প্রতিশ্রুত আন্দোলনের রূপরেখা—২৭ :	জনাব মোহাম্মদ খলিলুর রহমান	২৩
* সুলতানুল কলম হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ)-এর গ্রন্থ-পরিচিতি ২১ :	জনাব মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ	২৮
* ফযিলতে রমজানুল মোবারক সম্পর্কে কতিপয় জ্ঞাতব্য বিষয় :	মৌঃ মোহাম্মাদ	৩২
* কবিতা :	জনাব আখতারুজ্জামান	৩৫
* আহমদনগর জলসা উপলক্ষে হুযূর (আইঃ)-এর পবিত্র পয়গাম :	হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) অনুবাদ : মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ	৩৬
* শতবার্ষিকী জুবিলী সংক্রান্ত বিশেষ বিজ্ঞপ্তি :	জনাব মোঃ আবদুল জলিল	৩৮
* সংবাদ :		৩৯

আখবারে আহমদীয়া

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মুমেনীন খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) আল্লাহ্‌তায়ালার ফযলে লণ্ডনে কুশলে আছেন। আলহামদুলিল্লাহ।

সকল ভ্রাতা ও ভগ্নি হুযূরের সুস্বাস্থ্য ও কর্মক্ষম দীর্ঘায়ুর জন্য এবং গালবায়ে-ইসলামের লক্ষ্যে আল্লাহতায়ালা যেন তাঁহার সকল পদক্ষেপে তাঁহাকে সাফল্যমণ্ডিত ও সর্বতোভাবে বিজয়ী করেন তজ্জন্য নিয়মিত সকাতর দোওয়া জারী রাখিবেন।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ

পাক্ষিক

আ হ ম দী

নব পর্যায়ে ৪০শ বর্ষ : ২৩শ সংখ্যা

১৫ই এপ্রিল ১৯৮৭ইং : ১৫ই শাহাদৎ ১৩৬৬ হিঃ শামসী : ১লা বৈশাখ ১৩৯৪ বাংলা

তরজমাতুল কুরআন

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সূরা ইব্‌রাহীম—১৪

[ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহার ৫৩ আয়াত এবং ৭ রুকূ' আছে]

১৩ তম পারা

৩৬। এবং (সেই সময়কে স্মরণ কর) যখন ইব্‌রাহীম বলিয়াছিল, 'হে আমার রাব্ব্‌! এই শহরকে তুমি শান্তি-ধাম করিও এবং আমাকে ও আমার সন্তান-সন্ততিগণ-কে প্রতিমাসমূহের উপাসনা হইতে দূরে রাখিও!

৩৭। হে আমার রাব্ব্‌! নিশ্চয় উহারা বহু লোককে পথভ্রষ্ট করিয়াছে, অতএব যে ব্যক্তি আমার অনুসরণ করে সে নিশ্চয় আমার সহিত সম্পৃক্ত, এবং যে আমার নাফরমানি করে সেই ক্ষেত্রে তুমি নিশ্চয় পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়,

৩৮। হে আমাদের রাব্ব্‌! নিশ্চয় আমি আমার বংশধর হইতে কতককে তোমার সম্মানিত গৃহের নিকট এক অনুর্বর উপত্যকায় বসতি স্থাপন করাইয়াছি ; হে আমাদের রাব্ব্‌! যেন তাহারা নামায কায়েম করে ; সুতরাং তুমি লোকদের অন্তঃকরণকে তাহাদের প্রতি ঝুকাইয়া দাও এবং তাহাদিগকে ফল-ফলাদি দ্বারা রিয্‌ক দাও যেন তাহারা তোমার শোক্‌রগুযারী করে,

৩৯। হে আমাদের রাব্ব্‌! যাহা কিছু আমরা গোপন করি এবং যাহা কিছু আমরা প্রকাশ করি নিশ্চয় তুমি সবই জান, এবং আল্লাহ্‌র নিকট হইতে কোন বস্তু যমীনেও গোপন থাকিতে পারে না এবং আসমানেও না,

৪০। সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ্‌র, যিনি আমাকে (আমার) বার্ধক্যে ইসমাঈল ও ইসহাক দান করিয়াছেন, নিশ্চয় আমার রাব্ব্‌ বার বার দোয়া শুনেন,

৪১। হে আমার রাব্ব্‌! আমাকে ও আমার বংশধর হইতে প্রত্যেককে নামায কায়েমকারী বানাও এবং হে আমাদের রাব্ব্‌! (আমার উপর তোমার করুনা বর্ষণ কর) এবং আমার দো'আ কবুল কর।

৪২। হে আমাদের রাব্ব্‌! যে দিন হিসাব কায়েম হইবে, সেই দিন আমাকে ও আমার পিতামাতাকে এবং মুমিনগণকে ক্ষমা করিও'। ৬ষ্ঠ রুকু

৪৩। এবং এই যালিমগণ যাহা কিছু করিতেছে উহা হইতে তুমি আল্লাহকে কখনও গাফিল মনে করিও না ; তিনি তাহাদিগকে কেবল সেই দিন পর্যন্ত অবকাশ দিতেছেন, যে দিন (তাহাদের) চক্ষু সমূহ (বিস্ময়ে) বিষ্ফারিত হইয়া যাইবে।

৪৪। তাহারা তাহাদের মাথা উঁচু করিয়া আতংকে দৌড়াইতে থাকিবে, (এবং) তাহাদের দৃষ্টি তাহাদের দিকে ফিরিয়া আসিবে না, এবং তাহাদের অন্তঃকরণ শূন্য হইবে।

৪৫। এবং তুমি লোকদিগকে সেইদিন সম্পর্কে সতর্ক কর, যেদিন তাহাদের উপর আযাব আসিবে তখন যাহারা যুলুম করিয়াছিল তাহারা বলিবে 'হে আমাদের রাব্ব্‌! তুমি আমাদের বিষয়কে নিকটবর্তী (অন্য কোন) মিয়াদ পর্যন্ত মূলতবী কর, আমরা তোমার ডাকে সাড়া দিব এবং (তোমার) রাসূলগণের অনুসরণ করিব' ; (তিনি বলিবেন) 'তোমরা কি ইতিপূর্বে কসম খাও নাই যে, তোমাদের কোন অধঃপতন ঘটিবে না ?

৪৬। অথচ তোমরা সেই সকল লোকের গৃহকেই নিজেদের গৃহ করিয়াছ, যাহারা নিজেদের উপর যুলুম করিয়াছিল এবং তোমাদের নিকট স্পষ্ট হইয়াছিল যে, আমরা তাহাদের সংগে কি ব্যবহার করিয়াছিলাম, এবং তোমাদের নিকট আমরা সকল উপমা সবিস্তারে বর্ণনা করিয়াছি'।

৪৭। এবং তাহারা তাহাদের (সকল) তদবীর কার্যে পরিণত করিয়াছে ; কিন্তু তাহাদের তদবীর আল্লাহর নিকট আছে যদিও তাহাদের তদবীর এমন হউক না কেন যাহার ফলে পাহাড়ও স্বস্থান হইতে টলিয়া যায় (তথাপি তাহারা সফলকাম হইবে না)।

৪৮। সুতরাং তুমি আল্লাহর সম্বন্ধে কখনও এই ধারণা করিও না যে, তিনি তাঁহার রাসূলদের সহিত অঙ্গীকারকৃত নিজ ওয়াদা ভঙ্গ করিবেন ; নিশ্চয় আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী ও প্রতিশোধ গ্রহণকারী,

৪৯। যেদিন এই যমীনকে অন্য যমীনে পরিবর্তিত করা হইবে এবং আসমান সমূহকেও ; এবং তাহারা আল্লাহর সম্মুখে হাযির হইবে, যিনি এক এবং মহাপ্রতাপশালী।

৫০। এবং সেই দিন তুমি অপরাধীদের শিকলে আবদ্ধাবস্থায় দেখিবে।

৫১। তাহাদের জামাগুলি (যেন) আলকাতরা নির্মিত হইবে এবং আগুন তাহাদের মুখমণ্ডলকে আবৃত করিবে।

৫২। (ইহ এই জন্য হইবে) যেন আল্লাহ প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার কাজের প্রতিদান প্রদান করেন ; নিশ্চয় আল্লাহ হিসাব গ্রহণে অতি তৎপর।

৫৩। ইহা লোকদের উপদেশ গ্রহণ করার জন্য যথেষ্ট, এবং (ইহার জন্যও) যে, তাহাদের যেন আসন্ন আযাব সম্বন্ধে পূর্ণরূপে সতর্ক করা যায়, এবং (ইহার-জন্যও) যে, তাহারা যেন জানে, আল্লাহই একমাত্র সত্যিকার মা'বূদ, এবং (এই জন্যও) যে বুদ্ধিমান লোক যেন উপদেশ গ্রহণ করে। (সূরা ইব্‌রাহীম সমাপ্ত)

হাদিস শরীফ

ঈমান এবং উহার আরকান (অঙ্গপ্রত্যঙ্গ)

১। হযরত উমর বিন্ খাত্তাব রাযি আল্লাহু আনহু বলেন :

"আমরা আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সান্নিধ্যে বসিয়া ছিলাম তাঁহার নিকট এক ব্যক্তি আসিল। তাহার কাপড় খুব সাদা ছিল। চুল ছিল কালো। সে মুসাফিরও ছিল না এবং কেহ তাহাকে চিনিত না। সে আসিয়া আঁ-হযরতের হাঁটুর সঙ্গে তাহার হাঁটু মিলাইয়া আদবের সাথে বসিল। অতঃপর বলিতে আরম্ভ করিল : 'হে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)! ঈমান কি?' তিনি (সাঃ) বলিলেন, "ঈমান এই যে, তুমি আল্লাহর উপর, তাঁহার ফিরিশ্তাগণের উপর, তাঁহার কিতাব সমূহের উপর, তাঁহার রাসূলগণের উপর বিশ্বাস রাখ। পরকাল এবং ভাল ও মন্দ তকদীরে বিশ্বাস রাখ"। (তিরমিযি)

২। হযরত আবু যার (রাযিঃ) বলেন : আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন : "ঈমানের সত্তর বা ষাটের কিছু উর্ধে শাখা আছে। তন্মধ্যে সকলের উপরে হইল 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' বলা এবং সর্ব নিম্ন হইল পথ হইতে কষ্ট দায়ক জিনিষ অপসারণ করা এবং লজ্জাও ঈমানের একটি অংশ"। (বুখারী)

৩। হযরত নু'মান বিন বশীর (রাযিঃ) বলেন : "আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন : "মুসলমানগণের দৃষ্টান্ত, তাহাদের পারস্পরিক প্রেম, দয়া ও সৌজন্যে দেহবৎ, যাহার কোন অংশ পীড়িত হইলে ঐ কারণে সমগ্র দেহ চেতনায় অস্থির ও তাপযুক্ত হয়"। (মুসলিম)

৩। হযরত আবু মুসা আশ্আরী (রাযিঃ) বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন : "এক মু'মিন অন্য মু'মিনের জন্য মযবূত ইমারতের ন্যায়, যাহার একাংশ অন্য অংশকে শক্তি দেয় এবং সুদৃঢ় করে।" তিনি ইহা বুঝানোর জন্য তাঁহার আংগুলগুলির ফাঁক তৈরী করিলেন যে, এই প্রকারে স্তম্ভের ন্যায় এই প্রাসাদের সকল অংশ পরস্পর মযবূত হয়। (বুখারী)

('হাদিকাতুস সালেহীন' গ্রন্থের অনুবাদ)

অনুবাদ : **এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার**

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) এর

অমৃত বাণী

"যদি তোমরা প্রকৃতই নফ্‌সের দিক দিয়া মৃত্যু বরণ কর, তবে তোমরা খোদার মধ্যে প্রকাশ পাইবে এবং খোদা তোমাদের সাথী হইবেন। যে গৃহে তোমরা বাস করিবে তাহা আশিসপূর্ণ হইবে। তোমাদের গৃহের প্রাচীরগুলিতে খোদার রহমত অবতীর্ণ হইবে এবং সেই শহর আশীর্বাদপূর্ণ হইবে যে শহরে এমন এক ব্যক্তিও বাস করিবে। যদি তোমাদের জীবন মৃত্যু, তোমাদের প্রত্যেক ক্রিয়া, তোমাদের নম্রতা, তোমাদের কঠোরতা কেবলমাত্র খোদার জন্য হয়। এবং প্রত্যেক বিষাদ ও বিপদ কালে তোমরা খোদাকে পরীক্ষা করিতে উদ্যত না হও, এবং তাঁহার সঙ্গে সম্বন্ধ বিচ্ছেদ না কর, এবং সম্মুখে অগ্রসর হও, তবে আমি সত্য সত্য বলিতেছি যে, তোমরা খোদার একটি বিশেষ জাতিতে পরিণত হইবে। তোমরাও তেমনি মানুষ, যেমন আমি একজন মানুষ এবং আমার খোদা-ই তোমাদের খোদা। সুতরাং তোমাদের সৎ-বৃত্তিগুলি নষ্ট করিও না। যদি তোমরা সম্পূর্ণরূপে খোদার প্রতি আকৃষ্ট হও তবে দেখ, আমি খোদার ইচ্ছানুযায়ী তোমাদিগকে বলিতেছি যে, তোমরা খোদার একটি মনোনীত জাতিতে পরিণত হইবে। খোদার শ্রেষ্ঠত্ব ও মহিমা তোমাদের অন্তরে প্রতিষ্ঠিত কর। তাঁহার তৌহীদ কেবলমাত্র মুখেই স্বীকার করিবে না, বরং কার্যতঃ ব্যবহারিক জীবনে প্রকাশ করিবে, যেন খোদাও ব্যবহারিক উপায়ে তাঁহার দয়া ও অনুগ্রহ প্রকাশ করেন। প্রতিহিংসা পরায়ণতা হইতে বিরত থাকিবে এবং বিশ্বমানবের প্রতি অকৃত্রিম সহানুভূতি-সম্পন্ন ব্যবহার করিবে। পূণ্যের প্রত্যেক পথ অবলম্বন কর। বলা যায় না, কোন্ পথে তোমরা তাঁহার অনুগ্রহ ভাজন হইবে। তোমাদের জন্য খোদাতায়ালার নৈকট্য লাভের মাঠ জন-শূন্য। সকল জাতিই সংসার প্রেমে মত্ত। যদ্দ্বারা খোদাতা'লা সন্তুষ্ট হন, তৎপ্রতি জগদ্বাসীর কোন লক্ষ্য নাই। যাহারা পূর্ণ উদ্যমসহ এই দ্বারাভ্যন্তরে প্রবেশ লাভ করিতে চান, তাঁহাদের জন্য তাঁহাদের সদগুণের পরিচয় দিবার এবং খোদার নিকট হইতে বিশেষ পুরস্কার লাভ করিবার ইহাই সুযোগ। কখনও মনে করিবে না যে, খোদা তোমাদিগকে বিনষ্ট করিবেন। তোমরা খোদার স্বহস্তে-রোপিত এক বীজ বিশেষ, যাহা ভূ-পৃষ্ঠে বপন করা হইয়াছে।

খোদা বলেন : 'এই বীজ বর্ধিত হইবে, পুষ্প প্রদান করিবে, ইহার শাখা প্রশাখা সর্ব দিকে প্রসারিত হইবে এবং ইহা মহামহীরুহে পরিণত হইবে।' সুতরাং ধন্য তাহারা; যাহারা খোদার বাক্যে ঈমান রাখে এবং মধ্যবর্তী কালীন বিপদাবলীর জন্য ভীত হয় না। কারণ বিপদাবলীর আগমনও আবশ্যক, খোদাতা'লা তোমাদের পরীক্ষা করেন, কে তোমাদের মধ্যে স্বীয় বয়েতের দাবীতে সত্যবাদী এবং কে মিথ্যাবাদী। যে ব্যক্তি বিপদের সময় পদস্খলিত হইবে, সে খোদার কোনই অনিষ্ট করিবে না। তাহার দুর্ভাগ্য তাহাকে জাহান্নামে উপনীত করিবে। তাহার জন্ম না হইলে, তাহার পক্ষে ভাল ছিল। কিন্তু সেই সকল ভূমিকম্প আসিবে, দুর্ঘটনার তুফান বহিবে. জাতিগণ, তোমাদের হাস্য-বিদ্রূপ করিবে এবং জগৎ তোমাদের প্রতি উপেক্ষামূলক ব্যবহার করিবে। পরিশেষে, তোমরা বিজয় লাভ করিবে এবং আশিসের দ্বারসমূহ তোমাদের জন্য উদঘাটিত হইবে। খোদাতায়ালা আমার জামাতকে অবহিত করিবার জন্য আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন :

যাঁহারা ঈমান আনিয়াছে, এরূপ ঈমান যে, তাহাতে কোন পার্থিব স্বার্থ বা লালসার সংমিশ্রণ নাই এবং সেই ঈমান যাহা কপটতা কিংবা ভীরুতাতুষ্ট নয় এবং উহা আজ্ঞানুবর্তিতার কোন স্তর হইতে স্খলিত নয়, এমন লোকগণ খোদার প্রিয়।"

খোদাতায়ালা বলেন : "তাহাদের পদ-বিক্ষেপই সত্যের পদবিক্ষেপ।"

হে শ্রোতাগণ, শ্রবণ কর ; খোদা আমাদের নিকট কি চান? শুধু ইহাই যে, তোমরা তাঁহার হইয়া যাও ; তাঁহার সহিত কাহাকেও শরীক করিও না, আকাশেও নয় ; ভূ-পৃষ্ঠেও নয়। আমাদের খোদা সেই খোদা, যিনি এখনো তেমনি জীবিত, তিনি এখনও কথা বলেন যেমন পুরাকালে কথা বলিতেন ; তিনি এখনো তেমনি শোনেন, যেমন তিনি পুরাকালে শুনিতেন।"

(আল-ওসিয়ত পৃঃ ১২, ১৩ প্রকাশকাল : ১৯০৫ ইং)

অনুবাদ : এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার

"সেই ব্যক্তিও বড়ই নির্বোধ, যে এক দুরন্ত, পাপী, দুরাত্মা এবং দুরাশয় ব্যক্তির পীড়নে চিন্তিত ; কারণ সে (দুরাশয় ব্যক্তি) নিজেই ধ্বংস হইয়া যাইবে। যদাবধি খোদা আকাশ ও পৃথিবীকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তদাবধি এরূপ ব্যাপার কখনও ঘটে নাই যে, আল্লাহ সাধু ব্যক্তিকে বিনষ্ট ও ধ্বংস করিয়াছেন এবং তাহাদের অস্তিত্ব বিলোপ করিয়া দিয়াছেন ; বরং তিনি তাহাদিগের সাহায্যকল্পে চিরকালই মহা নিদর্শন সমূহ প্রদর্শন করিয়াছেন। ইহা এখনও করিবেন।" ['আমাদের শিক্ষা' ৯৭ পৃঃ] —হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)

জুমুয়ার খোৎবা

সৈয়্যদনা হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)

[১লা ফেব্রুয়ারী ১৯৮৫ইং, লণ্ডনস্থ মসজিদে-ফজলে প্রদত্ত]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

(এই খোৎবার প্রথম অংশ, যাহা 'পাক্ষিক আহমদী'র বিগত সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে, উহাতে হুযূর আকদাস (আইঃ) পাকিস্তান সরকারের তরফ হইতে প্রকাশিত কষ্ট-কল্পিত শ্বেত-পত্রের উত্থাপিত আপত্তি সমূহের উত্তর প্রদান করিতেছিলেন। আধুনিক গবেষকরা বলে যে, আহমদীয়াত ইংরেজদের স্বরোপিত বৃক্ষ। হুযূর আকদাস (আইঃ) দলিল প্রমাণের সহিত আলোচনা করেন যে, যাহারা আহমদীয়াতকে ইংরেজদের স্বরোপিত বৃক্ষ বলিয়া অপবাদ আরোপ করে, তাহারাই প্রকৃতপক্ষে ইংরেজদের লাগানো বৃক্ষ ও তাহাদের এজেন্ট। হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) কি কি কারণে ইংরেজদের প্রশংসা করিয়াছিলেন উহা সম্বন্ধেও হুযূর আকদাস (আইঃ) সবিস্তারে আলোচনা করেন। খোৎবার অবশিষ্টাংশের বঙ্গানুবাদ পাক্ষিক আহমদীর বর্তমান সংখ্যায় প্রকাশ করা হইল। (---অনুবাদক)

খান্দানের বুজুর্গগণকে দোষারোপ মুক্ত-করুন ঃ

হযরত মসীহ মওউদ আলাইহেস সালাতু ওয়াস সালামের খান্দানের বুজুর্গগনের অক্লান্ত পরিশ্রম ও সেবার যে দীর্ঘ ইতিহাস রহিয়াছে, উহা সম্বন্ধে তিনি (আইঃ) বলেন যে আমাদের খান্দান শিখদের বিরুদ্ধে এবং অন্যান্য কোন কোন যুদ্ধে তোমাদের (ইংরেজদের) সঙ্গে ছিল এবং নিজেদের খরচে তোমাদিগকে সৈন্য বাহিনী যোগান দিয়াছিল। এই সকল কথা ভুলিয়া গিয়া তোমরা কিরূপে বলিতে পার যে, এই খান্দান তোমাদের দুশমন এবং ইহারা তোমাদিগকে ধ্বংস করিয়া দিবে? এই সকল লেখার মধ্যে হযরত মসীহ মওউদ আলাইহেস সালাতু ওয়াস সালাম আহমদীয়া জামায়াতের কোন কথা বলেন নাই এবং এমন কি আহমদীয়া জামাতের নামও উল্লেখ করেন নাই। অন্যদিকে ব্যাপারটি এইরূপ ছিল যে, হযরত মসীহ মওউদ আলাইহেস সালাতু ওয়াস সালাম সম্বন্ধে যখন এই সকল কথা (অর্থাৎ তিনি ইংরেজদের দুশমন ও তাহাদের বিরুদ্ধে জেহাদ করার জন্য তিনি

নিজ শিষ্যদিগকে প্রস্তুত করিতেছেন—অনুবাদক) ইংরেজদের নিকট পৌছানো হইল তখন তাঁহার খান্দানের লোকজন যাহারা কেবল গয়ের আহমদীই ছিল না বরং বিরুদ্ধবাদীও ছিলেন, তাহাদের অন্যান্য অভিযোগ ছাড়াও হযরত মসীহ মওউদ আলাইহেস সালাতু ওয়াস সালামের বিরুদ্ধে তাহারা এই অভিযোগও উত্থাপন করিলেন যে, আপনি আমাদিগকে ধর্মীয় দিক হইতে তো পৃথিবীতে হীন ও লাঞ্ছিত করিয়া দিতেছেন, কেননা আপনি এইরূপ একটি দাবী করিয়া বসিলেন যাহা আমরা মানিয়া নিতে পারি না, তদুপরি সরকারের দৃষ্টিতে আপনি আমাদিগকে নীচ ও হীন করিয়া দিতেছেন এবং আপনি আমাদিগকে শত্রুভাজন করিতেছেন। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এই খান্দানের জন্য তিনি এইরূপ লিখেন এবং সরকারকে সম্বোধন করিয়া ঐ সকল চিঠির উল্লেখ করেন, যাহা এই খান্দানের বুজুর্গগণের বিশ্বস্ততা ও আত্মত্যাগ সম্বন্ধে সরকার স্বয়ং লিখিয়াছিলেন। বস্তুতঃ তিনি (আঃ) বলেনঃ—

"একটানা পঞ্চাশ বৎসরের অভিজ্ঞতায় যাহারা বিশ্বস্ত ও আত্মোৎসর্গকৃত খান্দান বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছে (এখানে আহমদীয়া জামাতের কোন উল্লেখ নাই। কেবলমাত্র খান্দানের কথাই বলা হইয়াছে) এবং যাহাদের সম্বন্ধে সরকার বাহাদুরের সম্মানিত কর্মকর্তাগণ সর্বদা সর্বসম্মতভাবে নিজেদের চিঠিতে এই সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছে যে, তাহারা আদি হইতে ইংরেজ সরকারের একান্ত হিতাকাঙ্খী এবং সেবাকারী। কাজেই এই (স্বরোপিত বৃক্ষ) সম্বন্ধে তাহাদের খুবই সাবধানতা ও সতর্কতা অবলম্বন করিয়া এবং অনুসন্ধান করিয়া ও ভাবিয়া চিন্তিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা উচিত।" (কিতাবুল বারীয়্যা, রুহানী খাযায়েন, ত্রয়োদশ খণ্ড, ৩৫০ পৃষ্ঠা, জানুয়ারী ১৯৮৫ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত)।

আহমদীয়াতের সহিত ইংরেজদের প্রশংসার কোন সম্পর্ক ছিল নাঃ

প্রকৃতপক্ষে আহমদীয়াতের অস্তিত্বই হযরত মসীহ মওউদ আলাইহেস সালাতু ওয়াস সালাম হইতে শুরু হইয়াছে এবং তিনি যাহাদিগকে দোষারোপ হইতে মুক্ত করিতেছেন, তাহারা ঐ খান্দানের লোক যাহারা কেবলমাত্র আহমদীয়াতের পূর্বেকার লোকই নহেন, বরং এই সকল সেবাও আহমদীয়াতের সূচনার বহু পূর্বেকার সেবা এবং ইহার সহিত আহমদীয়াতের কোন সম্পর্কই ছিল না। বস্তুতঃ স্বয়ং পাকিস্তান সরকার এই কল্পিত শ্বেত-পত্রে হযরত মসীহ মওউদ আলাইহেস সালাতু ওয়াস সালামের বিরুদ্ধে একটি দলিল ইহাও উপস্থাপন করে যে, তাঁহার (আঃ) নিকট-আত্মীয়রাও তাঁহার ভয়ানক দুশমন ছিল। সুতরাং ঐ খান্দান যাহাদিগকে স্বরোপিত বৃক্ষ বলা হইয়াছে, তাহারা আজকালকার পরিভাষায় আহলে সুন্নত (সুন্নী) ছিল। নতুবা প্রকৃত আহলে সুন্নত খোদাতায়ালার ফযলে আমরাই (আহমদীরাই) সুতরাং ইহা দ্বারাতো ইহাই প্রতীয়মান হওয়া উচিত যে, হযরত মসীহ মওউদ আলাইহেস সালাতু ওয়াস সালামের সুন্নী খান্দান, যাহাদের সহিত তিনি (আঃ) সম্পর্ক ছিন্ন করিয়াছিলেন এবং যাহারা আহমদীয়াতের দরুন তাঁহার (আঃ) বিরুদ্ধবাদী হইয়া গেল, তাহারা ইংরেজদের স্বরোপিত বৃক্ষ ছিল। যদি তাহারা স্বরোপিত বৃক্ষ ছিল, তাহা হইলে তাহাই

হউক। ইহাতে আমাদের কিছুই আসিয়া যায় না। আহমদীয়া জামাতের সহিত এই খান্দানের কি সম্পর্ক আছে?

ইংরেজরা মসীহ মওউদ (আঃ)-এর খান্দানকে কি দিয়াছে?

এই খান্দানের সহিত ইংরেজদের কি সম্পর্ক ছিল তাহাও শুনুন। হযরত মসীহ মওউদ আলাইহেস সালাতু ওয়াস সালাম এই খান্দানের সেবার কথা বলিয়া এবং ঐ সকল সার্টিফিকেট, যাহা ইংরেজ সরকারের তরফ হইতে জারী হইয়াছিল, উহাদের দরুন এই খান্দানকে স্বরোপিত বৃক্ষ আখ্যা দিয়াছিলেন। কিন্তু কিরূপে তাহারা স্বরোপিত বৃক্ষ হইয়াছিল এবং তাহাদের কি এহসান ছিল? এতদসত্বেও হযরত মসীহ মওউদ আলাইহেস সালাতু ওয়াস সালাম এই স্থলে ইংরেজদের কোন এহসানের কথা উল্লেখ করেন নাই। তিনি কেবলমাত্র এই খান্দানের সেবার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। ঐ এহসান কি ছিল? ঐ এহসান ইহা ব্যতীত আর কিছু ছিল না যে, ঐ শিখ শাসন হইতে তাহাদিগকে মুক্তি দান করিয়াছিল, যাহারা এই খান্দানের উপর অবিরাম আক্রমণ করিয়া তাহাদিগকে দুর্বল করিয়া দিয়াছিল এবং কোন এক সময় তাহাদিগকে নির্বাসিত করিয়াছিল। বস্তুতঃ এই খান্দান শিখদের দরুন বৎসরের পর বৎসর মাতৃ-ভূমি হারা অবস্থায় ছিল। অতঃপর ইংরেজ শাসনামলে শান্তিপূর্ণ অবস্থায় এই খান্দান ফিরিয়া আসিয়া কাদিয়ানে পুনর্বাসিত হইল। সুতরাং ইহা ঐ এহসান যাহার দরুন হযরত মসীহ মওউদ আলাইহেস সালাতু ওয়াস সালাম তাহাদিগকে স্বরোপিত বৃক্ষ বলিয়া আখ্যায়িত করিতেছেন। কিন্তু তাহাদের এইরূপ কোন খেদমত বা সেবামূলক কাজ ছিল, যাহার দরুন তাহাদের পুরস্কার পাওয়া উচিত ছিল—এই ব্যাপারে নাউযুবিল্লাহ ইহাই বলিতে হয় যে ইহার মধ্যে কোন সত্যতা নাই। যাহা হউক ইংরেজরা এই খানদানকে যে পুরস্কার দিয়াছে, উহার কথাও শুনুন।

"পাঞ্জাব চীফ্‌স" অর্থাৎ পাঞ্জাবের চীফদের সম্বন্ধে ইংরেজ সরকারের পক্ষ হইতে প্রকাশিত একটি প্রসিদ্ধ পুস্তক রহিয়াছে। ইহা একটি ঐতিহাসিক সনদ। এই পুস্তকে হযরত মসীহ মওউদ আলাইহেস সালাতু ওয়াসসালামের এই খানদানের সহিত ইংরেজদের আচরণ সম্বন্ধে লিপিবদ্ধ আছে যে:—

"পাঞ্জাব একত্রীকরণের সময় এই খানদানের সমগ্র জায়গীর বাজেয়াপ্ত করা হইয়াছিল। যে দুই তিনটি গ্রামের উপর মালিকানা সত্ত্ব ছিল, ঐগুলি ব্যতীত আর কিছুই ছাড়িয়া দেওয়া হয় নাই এবং মির্যা গোলাম মোর্ত্তজা ও তাঁহার ভ্রাতৃগণের জন্য সাতশত টাকার একটি পেনসন ধার্য্য করা হইয়াছিল" (পাঞ্জাব চীফ্‌স)। (ইহার মধ্যে যদিও এই কথা লেখা নাই, কিন্তু পরবর্ত্তীতে এই পেনসন ধীরে ধীরে কমাইতে কমাইতে বিলুপ্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছিল)।

ইহা ছিল ইংরেজদের স্বরোপিত বৃক্ষ এবং ইহার সহিত ইংরেজদের সম্পর্ক। শিখদের সহিত যুদ্ধকালীন সময় তাহাদিগকে অবশ্যই শিখদিগকে দুর্বল করিয়া দিতে হইবে এবং যে

সকল খানদানকে নিজ নিজ মাতৃভূমি হইতে বিতাড়িত করা হইয়াছিল তাহাদিগকে নিজ নিজ মাতৃভূমিতে পুনর্বাসিত করিতে হইবে—ইহা ব্যতীত হযরত মসীহ মওউদ আলাহেস সালাতু ওয়াস সালামের এই খানদানের উপর ইংরেজদের কোন এহসান ছিল না। হাঁ, ইহা ঠিক যে, তাহারা সত্তরটি গ্রামের সম্পত্তি এই খানদানের নিকট হইতে ছিনাইয়া লইয়াছিল। ইহার দরুন এই খানদানের বুজুর্গগণ দীর্ঘকালব্যাপী মোকদ্দমা চালাইয়া ছিলেন এবং যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল, উহাও তাহারা নষ্ট করিয়া দিলেন। হযরত মসীহ মওউদ আলাইহেস সালাতু ওয়াস সালাম অবিরাম স্বীয় পিতার মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিলেন যে, আপনি এই ব্যাপারটি পরিত্যাগ করুন, খোদার প্রতি মন দিন, এই সরকারের নিকট হইতে কিছুই আশা করিবেন না এবং এই বলিয়া সতর্ক করিয়াছিলেন যে, আপনার নিকট যাহা কিছু আছে তাহাও আপনি নষ্ট করিয়া দিবেন। অতএব আপনি মামলা মোকদ্দমা ছাড়িয়া দিন। কিন্তু তাঁহার পিতার সম্পত্তি হাত ছাড়া হইয়া যাওয়ার এইরূপ দুশ্চিন্তা ছিল যে তিনি তাঁহার (আঃ) কথা শুনেন নাই, এবং ইহার ফল এই দাঁড়াইয়াছিল যে অবশিষ্ট সকল সম্পত্তি বা পূর্বের সঞ্চিত সকল আয়ও তিনি এই মামলা মোকদ্দমায় হারাইয়া ফেলেন। কিন্তু ইংরেজেরা একটি গ্রামও ফিরাইয়া দেয় নাই।

আলেমদের উপর ইংরেজদের অনুগ্রহরাজী ঃ

ইহার বিপরীতে, ঐ সকল আলেম, যাহারা আহমদীদের বিরুদ্ধে এই অপবাদ আনয়ন করে যে ইহারা ইংরেজদের স্বরোপিত বৃক্ষ, তাহারা যে সকল প্রশংসা করিয়াছে (যাহার উল্লেখ আমি করিয়াছি) উহা তাহারা বিনা কারণে করে নাই। বরং এই সকল প্রশংসার ফলশ্রুতিতে তাহারা জায়গীর প্রাপ্ত হইয়াছে। বস্তুতঃ ইংরেজদের খোশামদের দরুন মৌলবী মোহাম্মদ হোসাইন বাটালবীকে চার মোরব্বা জমি বরাদ্দ করা হইয়াছে, যখন কিনা হযরত মসীহ মওউদ আলাইহেস সালাতু ওয়াস সালামের খানদান এক ইঞ্চি জমিও পায় নাই এবং না ইংরেজরা আহমদীয়া জামাতের উপর কোন ভাবে কোন এহসান করিয়াছে। সমগ্র বিশ্বে কোন মানুষ এক বিন্দু পরিমাণও এই কথা প্রমাণ করিতে পারিবে না যে, ইংরেজেরা আহমদীয়া জামাতের জন্য অর্থ ব্যয় করিয়াছে বা তাহাদিগকে কোন উপাধিতে ভূষিত করিয়াছে, যখন কিনা আল্লামা ইকবাল "স্যার" হইয়া গেলেন এবং তাহাদের আলেমদিগকে বড় বড় উপাধিতে ভূষিত করা হইয়াছে এবং তাহারা সম্পত্তি লাভ করিতে থাকে ও কাঙ্খিত বস্তু পাইতে থাকে এবং তাহারা ইংরেজদের নিকট হইতে বেতন পাইতে থাকে। ইহারা সকলেতো ইংরেজদের দুশমন ও প্রথম সারির তথা-কথিত মোজাহেদ ছিল কিন্তু হযরত মসীহ মওউদ আলাইহেস সালাতু ওয়াস সালাম এবং তাঁহার জামাত, যাহারা খোদার উদ্দেশ্যে অশেষ কুরবানী করিতে গিয়া কেবলমাত্র নিজেদের সম্পদ ও নিজেদের অর্থ কড়ির উপর নির্ভর করিয়া চলিয়াছে এবং কখনো কোন সরকারের নিকট হইতে এক আনাও (এক টাকার ১৬ ভাগের এক ভাগ) তাহারা পায় নাই, তাহারাই ইংরেজদের স্বরোপিত বৃক্ষ সাব্যস্ত হইল ?

ওহাবীরা ইংরেজদের স্বরোপিত বৃক্ষঃ

প্রকৃত অবস্থাতো কখনো গোপন থাকে না। আল্লাহতায়ালা স্বয়ং বিরুদ্ধবাদীদের মুখ দ্বারাই তাহাদের নিজেদের ফেরকা সম্বন্ধে এই শব্দগুলি ব্যবহার করাইয়া দিয়াছেন। পক্ষান্তরে হযরত মসীহ মওউদ আলাইহেস সালাতু ওয়াস সালামের বর্ণনায়তো জামায়াতের কোন উল্লেখই নাই। কিন্তু তাহারা একে অন্যের ফেরকা সম্বন্ধে এই বচনটি (অর্থাৎ ইংরেজদের স্বরোপিত বৃক্ষ—অনুবাদক) ব্যবহার করিতে শুরু করিয়াছে। বস্তুতঃ খোদার তরফ হইতে অদ্ভূত এক প্রতিশোধ এই যে, "চাটান" (লাহোর) ১৯৬৩ সালের ১৫ই অক্টোবর সংখ্যায় বেরলবীদের সম্বন্ধে লিখে :—

"ইংরেজদের 'উলিল আমর' (যাহাদের আদেশ অবশ্য পালনীয়) হওয়ার ব্যাপারে ইহারা ঘোষণা করিয়াছে এবং ফতওয়া দিয়াছে যে, ভারতবর্ষ শান্তির আবাসস্থল। ইংরেজদের স্বরোপিত বৃক্ষ কিছু দিন পরে একটি ধর্মীয় আন্দোলনে পরিণত হইল।"

এখন বলুন, কোন সন্দেহের অবকাশ রহিয়াছে যে ইহা কি ব্যক্তিগত কথা হইতেছে, না একটি জামায়াতের কথা হইতেছে? ইহার উত্তর শুনুন, যাহা "তুফান"এর সম্পাদক সাহেব লিখিয়াছেন :—

"ইংরেজরা খুবই সতর্কতা ও চালাকীর সহিত নজ্‌দীয়ত আন্দোলনের বৃক্ষ (অর্থাৎ আহলে হাদীস, যাহাকে ওহাবী আন্দোলন বা নজ্‌দীয়ত আন্দোলনও বলা হয়) ভারতবর্ষেও রোপন করিয়াছে এবং অতঃপর ইহাকে নিজেদের হাত দ্বারাই উচ্চ শিখরে আরোহন করাইয়াছে।" (তুফান, ৭ই নভেম্বর, ১৯৬২ ইং)।

অতএব, ইহাতে স্বরোপিত বৃক্ষ বলিয়া আরও অধিক দেদীপ্যমান হইল।

ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর নিজস্ব ভাষা থাকেঃ

দোষারোপ সম্বন্ধে ইহাই বলিতে হয় যে, ইহাতো কোন দলিল নয়। যেভাবে আমাদের বিরুদ্ধে যখন দোষারোপ করা হয় তখন আমরা ইহাকে দলিল মনে করি না, তেমনিভাবে ইহারা যখন একে অন্যকে "স্বরোপিত" বলে তাহাও আমাদের নিকট অর্থহীন এবং আমরা উহাকে প্রমাণিত সত্য বলিয়া মনে করিনা। কিন্তু ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর নিজস্ব একটি ভাষা থাকে, যদি উহারা কিছু বলে তবে তাহা নিশ্চয়ই শুনিতে হইবে। দেওবন্দী ফেরকার নদওয়াতুল উলামা (আলেমগণের সংস্থা) সম্বন্ধে ঐতিহাসিক ঘটনা হইতে প্রমাণিত হয় যে, ইংরেজরা তাহাদিগকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। তাহারাই ইহাদিগকে বৃত্তি প্রদান করিতে থাকে, যাহার দ্বারা এই সকল মৌলবী প্রতিপালিত হইতেছিল। ইহারাই আজ ইংরেজদের দুশমন বলিয়া কথিত, বরং প্রথম সারির মুজাহিদ বলিয়া কথিত। নদওয়াতুল উলামার ভিত্তিও একজন ইংরেজই স্থাপন করিয়াছিল। বস্তুত "আন্‌-নদ্‌ওয়া" তাহাদের নিজেদের পত্রিকা ইহা কোন গয়ের নদবীর পত্রিকা নহে। ইহাতে লিপিবদ্ধ আছে :—

"২৮শে নভেম্বর, ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে দারুল উলুম নদওয়াতুল উলামার (অর্থাৎ নদওয়াতুল

উলামার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের) ভিত্তি প্রস্তর রাখেন সংযুক্ত রাজ্যের গভর্ণর বাহাদুর হিজ অনার লেফটেন্যান্ট স্যার জন স্কট হাউস, কে, সি, এস, আই, ই।"

(আন্‌-নদওয়া, ডিসেম্বর, ১৯০৮ খৃঃ, ৪র্থ পৃষ্ঠা)।

উপরোক্ত কথাটির পরবর্তী অংশ ভাবিয়া চিন্তিয়া দেখার দাবী রাখে। মনে হয় যে, তাহাদের হৃদয়ে এই কাঁটার ঘা-বিধিঁল যে, মুসলমানেরা যখন ইহা পড়িবে তখন তাহারা কি বলিবে যে, যে নদ্‌ওয়ার ভিত্তি ইংরেজ গভর্ণর স্থাপন করিয়াছে উহার দ্বারা ভবিষ্যতে কি উপকার হইবে এবং ইহার উদ্দেশ্যই বা কি? বস্তুতঃ তাহারা একটি অত্যন্ত ভয়ংকর কথা বলিয়াছে এবং এই কথা বলিতে তাহারা আদৌ লজ্জাবোধ করে নাই। এই কথাটি সকল মুসলমানের হৃদয়ে ভয়ানক একটি যখমের সৃষ্টি করিয়াছে। একজন ইংরেজ কর্তৃক ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করানোর সমর্থনে এবং ইহার কারণ দর্শাইতে গিয়া বলা হইয়াছে :—

"আলেমগণ বলেন যে, মসজিদে নববী (সাঃ)-এর মিম্বারও একজন খৃষ্টান মহিলা তৈয়ার করিয়াছিল।" (আন্‌-নদওয়া, ডিসেম্বর ১৯০৮ খৃঃ. ৪র্থ পৃষ্ঠা)।

যেহেতু, নাউযুবিল্লাহ মিন যালেক, তাহাদের মতে মসজিদুন্‌ নববীর মিম্বারও একজন খৃষ্টান মহিলা তৈয়ার করিয়াছিল, অতএব "নদওয়া" এর নির্মান যদি খ্রীষ্টান করিয়া থাকে তাহা হইলে ইহাতে কি আসে যায়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগকে ইহাও স্বীকার করিতে হইয়াছে যে :—

"যাহা হউক, এই বিখ্যাত ধর্মীয় শিক্ষাঙ্গন একজন ইংরেজের অনুগ্রহের ফলশ্রুতি।" (আন্‌-নদওয়া, ডিসেম্বর ১৯০৮ খ্রীঃ, ৪র্থ পৃষ্ঠা)।

স্বরোপিত বৃক্ষ নিজেই কথা বলে ঃ

দেখুন স্বরোপিত বৃক্ষ কিভাবে বলে যে, "আমিই হইলাম স্বরোপিত বৃক্ষ।" "নদওয়াতুল উলামা" মুসলমানদের শীর্ষস্থানীয় ধর্মীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং তথা হইতে ঐ সকল মৌলবীরা আসিতেছে, যাহাদিগকে আহমদীদের বিরুদ্ধাচরণের জন্য বিদেশে রপ্তানী করা হয়। ঐ স্থানই হইল ইহাদের প্রকৃত কেন্দ্র। বর্তমানে পাকিস্তানে যে ইসলামের সীলমোহর লাগানো হইতেছে, ইহাতে প্রকৃতপক্ষে এই নজদী ফেরকাকে উপরে উঠানো হইতেছে এবং ইহারাই হইল ঐ দল, যাহারা নদওয়ার সঙ্গেও সম্পর্ক রাখে। ইহাদিগকে আহলে হাদীসও বলা হইয়া থাকে। অর্থাৎ ইহারা দুইটি পৃথক ফেরকা। কিন্তু মৌলিকভাবে এবং কার্য্যতঃ ইহারা এক দল। ১৯০৮ সালের জুলাই মাসের ৫ম খণ্ডে "আন্‌-নদওয়ায়" সুস্পষ্ট-ভাবে বলা হইয়াছে যে, ইহাদের উদ্দেশ্য কি? বলা হইয়াছে :—

"নদওয়া যদিও রাজনীতির সহিত সম্পূর্ণরূপে সম্পর্কহীন, তথাপি যেহেতু ইহার প্রকৃত উদ্দেশ্য হইল জ্ঞান-দীপ্ত আলেম সৃষ্টি করা, অতএব, এই ধরণের আলেমদের একটি জরুরী কর্তব্য ইহাও যে, তাহারা সরকারী প্রশাসনের বরকত ও অনুগ্রহরাজী সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞাত থাকিবে এবং দেশে সরকারের বিশ্বস্ততার চিন্তাধারাকে প্রসারিত করিবে।"

ইহাকেই ইংরেজীতে বলা হয় Cat is out of the bag অর্থাৎ বিড়াল থলিয়া হইতে বাহির হইয়া পড়িল। সুতরাং ইহাই তাহাদের অবস্থা। তাহারা কিরূপ মিথ্যা ও ধোকা-বাজির সহিত হযরত মসীহ মওউদ আলাইহেস সালাতু ওয়াস সালাম ও আহমদীয়া জামায়াতের বিরুদ্ধে আক্রমণ করিতেছে। কিন্তু তাহারা নিজেদের আভ্যন্তরীণ অবস্থা গোপন করিতেছে যাহা তাহারা স্বয়ং স্বীকার করিয়াছে এবং ইহার উদ্দেশ্য সম্বন্ধেও বলিয়াছে। কে তোমাদের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছে? এই সকল প্রমাণ ঐতিহাসিকভাবে বিদ্যমান আছে। ইহাতে কোন আহমদীর হাত নাই এবং নাতো ইহাতে কোন সর্বসম্মত মতৈক্য স্থাপন করার প্রয়োজন আছে। ইহা একটি ঐতিহাসিক ঘটনা যে, নজ্‌দীয়ত আন্দোলন; বলা হইয়া থাকে উহা অবিরতভাবে ইংরেজদের সমর্থন লাভ করিয়াছে এবং তাহাদের এই চুক্তি পত্র ইতিহাসের পুস্তকে মুদ্রিতাবস্থায় বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহার আসল লেখাগুলি এখানে লণ্ডনের লাইব্রেরীগুলিতে মওজুদ রহিয়াছে এবং এইগুলি হইতে আপনারা দেখিয়া নিতে পারেন যে, ইংরেজরা রীতিমত সন্ধি করিয়া আহলে-হাদিস আন্দোলন অর্থাৎ ওহাবী আন্দোলন এবং বর্তমান সৌদী সরকারের প্রতিষ্ঠাতার মধ্যে পারস্পরিক একটি সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিয়াছে এবং জেহাদের একটি মুভমেণ্ট (আন্দোলন) চালাইয়াছে। এই জেহাদ ইংরেজদের বিরুদ্ধে নহে। তাহারাতো ইহাদের নেতা ছিল এবং ইহাদিগকে বাৎসরিক পাঁচ হাজার পাউণ্ড সাহায্যও দিতেছিল। তাহা হইলে এই জেহাদের মুভমেণ্ট কাহার বিরুদ্ধে চালানো হইয়াছিল? এই জেহাদ ছিল তুরস্কের মুসলমান সরকারের বিরুদ্ধে। এই ভাবে নজ্‌দীয়ত আন্দোলন ইংরেজদের সমর্থনে সেখানেও (অর্থাৎ সৌদী আরবেও) কার্যকরী করা হইল এবং অতঃপর ভারতবর্ষেও ইহার চারা রোপিত হইল। আজ এই আন্দোলনই সমগ্র পাকিস্তানকে কব্জা করার স্বপ্ন দেখিতেছে। এই আন্দোলনই কখনো বেরলবীদিগকে ইংরেজদের স্বরোপিত বৃক্ষ বলিয়া আখ্যায়িত করে, কখনো আহমদীদিগকে আখ্যায়িত করে এবং কখনো শিয়াদের পিছনে লাগিয়া যায়। বর্তমানে পাশ্চাত্য শক্তিগুলির একটি ষড়যন্ত্রের অধীনেই পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর মাধ্যমে ইহাকে পাকিস্তানে চিরকালের জন্য প্রতিষ্ঠিত করা হইতেছে। সাধারণ সরল মুসলমানেরা বুঝিতেছে না যে, তাহাদের সহিত কি করা হইতেছে! ঐ সকল কড়িই আজ এক সূত্রে গ্রথিত হইয়া যাইতেছে। যাহারা গতকাল ইংরেজদের বৃক্ষ ছিল, তাহারা আজও ইংরেজদের বৃক্ষ এবং গতকাল ইংরেজদের সহিত যাহাদের সম্পর্ক ছিল না, আজও তাহাদের কোন সম্পর্ক নাই।

দেওবন্দী ও আহলে হাদিসই প্রকৃতপক্ষে ইংরেজদের স্বরোপিত বৃক্ষ ঃ

অতএব পাকিস্তানের জনসাধারণকে ইহা বুঝানোর প্রয়োজন রহিয়াছে যে, আহমদীয়া জামায়াতের অবস্থান কি? ইহা একবার দেখুনতো। যদি আপনারা একতরফা মিথ্যা অপবাদ স্বীকার করিয়া নেন, তাহা হইলে দেখিবেন যে, ইহারাতো কাহাকেও ছাড়ে নাই। যদি আপনারা ঐতিহাসিক ঘটনার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেন, তাহা হইলে ঐতিহাসিক ঘটনাতো

সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ্য ভাষায় এই কথা বলিতেছে যে, যদি আজ পৃথিবীতে ইংরেজদের কোন স্বরোপিত বৃক্ষ থাকে তবে উহা হইল দেওবন্দী ও আহলে-হাদীস, অর্থাৎ আহলে-হাদীসের ঐ ফেরকা, যাহারা নজদী সরকার প্রতিষ্ঠার সময় তাহাদের সঙ্গে যুক্ত ছিল। ইহাদিগকে ওহাবীও বলা হয়। এই ফেরকা ইংরেজদের নিকট হইতে সাহায্য ও শক্তি লাভ করিয়া একটি সরকার প্রতিষ্ঠা করিতে কৃতকার্য্য হইয়াছিল। ইহা একটি ঐতিহাসিক ঘটনা।

আমার মতে এতদসত্বেও ধর্মীয় দৃষ্টিকোন হইতে ইহাদিগকে ইংরেজদের বৃক্ষ বলা অসমীচিন ও অসংগত কাজ হইবে। এই জন্য এই ঐতিহাসিক ঘটনা সত্বেও আমি ইহাদিগকে ইংরেজদের বৃক্ষ বলি না। কারণ এই যে, ইহা একটি স্বাধীন ধর্মীয় আন্দোলন ছিল। ইহার সাহায্যে ফায়দা উঠাইয়া ইংরেজদের প্রভাবান্বিত একটি সরকার প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছিল এবং এই সন্ধির মধ্যে ইহা অন্তর্ভুক্ত ছিল যে, ভবিষ্যতে তোমাদের পররাষ্ট্র-নীতি স্বাধীন থাকিবে না। বরং তোমরা শতকরা একশত ভাগ আমাদের পররাষ্ট্র-নীতির অধীনে থাকিবে এবং অভ্যন্তরীণভাবে তোমরা অমুক অমুক বিষয়ে স্বাধীন থাকিবে। ইহার দরুন আমরা তোমাদিগকে এতগুলি রাইফেল দিব এবং এত হাজার পাউণ্ড দিব এবং তোমাদের অমুক অমুক অধিকার থাকিবে। সুতরাং, এই সকল লোক তাড়াহুড়া করিয়া যে সকল অবৈধ কাজ করে, আমাদের তাহা করা উচিত নহে। বরং উত্তর দেওয়ার সময়েও বিচার বিবেচনা প্রয়োগ করা উচিত। এই জন্য ইহারা নিজেদের মুখে স্বীকার করিয়া নিলেও আমার মতে ফেরকার দিক হইতে দেখিলে ইহাই দেখা যাইবে যে, অন্যান্য জাতি এইভাবে ফেরকার ভিত্তি স্থাপন করে নাই। তাহাদের নিজেদের একটি স্বাধীন ইতিহাস রহিয়াছে। মাওলানা মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওহাব সাহেব শিরক্-এর বিরুদ্ধে জেহাদ আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং অতঃপর ইহার উপর জোর দিতে দিতে চরম সীমার অন্য প্রান্তে পৌঁছিয়া গেলেন। কিন্তু ওহাবী আন্দোলনকে যখন অপরপক্ষ এই কারণে ইংরেজদের স্বরোপিত বৃক্ষ বলে যে, ইহারা একটি ঐতিহাসিক যুগে ইংরেজদের সমর্থন লাভ করিয়াছিল, তখন ইহা বলা সমীচিন হয় না। ধর্মীয় দৃষ্টিকোন হইতে ইহারা স্বাধীন। কিন্তু ইংরেজরা নিশ্চয়ই তাহাদের নিকট হইতে ফায়দা লুটিয়াছে এবং আজও লুটিতেছে এবং বিগত দিনেও লুটিতেছিল। কংগ্রেসের যুগে, হিন্দুরাও ইহাদের দ্বারা স্বার্থ হাসিল করিতে থাকে। সুতরাং ইহারা নিশ্চয়ই তাহাদের এজেন্ট ছিল এবং এখনও এজেন্টরূপে কাজ করিতেছে। ঐ একই ষড়যন্ত্র চলিতেছে এবং ইহারা ঐ একই মানুষ, যাহারা অন্যদের এজেন্ট হইয়া যায়। কিন্তু ইহা ঠিক নহে যে, ইহাদের ধর্মীয় মতবাদের ভিত্তি ইংরেজরা স্থাপন করিয়াছে।

আহমদীয়াত খোদার হস্তে রোপিত বৃক্ষঃ

এখন ইহা দেখা প্রয়োজন যে, ইহ কি সঠিক যে, হযরত মসীহ মওউদ আলাইহেস সালাতু ওয়াস সালাম প্রকৃতপক্ষেই নিজের খানদানকে ইংরেজদের স্বরোপিত বৃক্ষ বলিয়াছিলেন এবং আহমদীয়াতকে স্বরোপিত বৃক্ষ বলেন নাই? তাহা হইলে ইহার প্রমাণ কি?

কেননা কেহ কেহ বলে যে, স্বরোপিত বৃক্ষের হাওয়ালা বিদ্যমান রহিয়াছে। আমরা বলি যে, ইহা খানদানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কিন্তু তাহারা মনে করে যে, খানদান, আহমদীয়া জামাত এবং তিনি (আঃ) নিজে ইহার অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। সুতরাং এই জন্য কোন একটি সুনিশ্চিত প্রমাণ থাকা উচিত যে, আহমদীয়া জামাত কাহার হাতের লাগানো বৃক্ষ? হযরত মসীহ মওউদ আলাইহেস সালাতু ওয়াস সালাম এই বিষয়ে কি বলেন তাহা আমি আপনাদিগকে পড়িয়া শুনাইতেছি।

তিনি বলেন ঃ—

"পৃথিবী আমাকে জানেনা। কিন্তু তিনি আমাকে জানেন, যিনি আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন। ইহা এই সকল লোকের ভ্রান্তি এবং নিশ্চিত দুর্ভাগ্য যে, তাহারা আমার ধ্বংস কামনা করে। আমি ঐ বৃক্ষ, যাহাকে প্রকৃত মালিক স্বহস্তে রোপন করিয়াছেন। ....হে মানবমণ্ডলী! তোমরা নিশ্চিতভাবে জানিয়া রাখ যে, আমার সহিত ঐ হাত রহিয়াছে, যাহা শেষ মূহুর্ত পর্য্যন্ত আমার সহিত বিশ্বস্ততা রক্ষা করিবে। যদি তোমাদের পুরুষেরা তোমাদের স্ত্রীলোকেরা, তোমাদের যুবকেরা, তোমাদের বৃদ্ধরা, তোমাদের বয়ঃকনিষ্ঠরা এবং তোমাদের বয়ঃজ্যেষ্ঠরা সকলে মিলিয়া আমার ধ্বংসের জন্য দো'আ কর, এমনকি সিজদা করিতে করিতে তোমাদের নাক গলিয়া যায় এবং হাত অবশ হইয়া যায় তথাপি খোদা কখনো তোমাদের দো'আ শুনিবেন না এবং যতক্ষণ পর্য্যন্ত না তিনি নিজের কাজকে পূর্ণ করিবেন ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি ক্ষান্ত হইবেন না।.. .....অতএব, নিজেদের প্রাণের উপর যুলুম করিও না। মিথ্যাবাদীদের চেহারা এক রকম এবং সত্যবাদীদের চেহারা অন্য রকম হইয়া থাকে। খোদা কোন কাজকে ফয়সালা ব্যতীত পরিত্যাগ করেন না।... ...যেভাবে খোদা পূর্বে মামুরগণ ও মিথ্যাবাদীদের মধ্যে পরিণামে একদিন ফয়সালা করিয়া দিয়াছেন, সেভাবে তিনি বর্তমানেও ফয়সালা করিবেন। খোদার মামুরগণের আগমনের জন্যও একটি সময় হইয়া থাকে এবং অতঃপর তাহাদের প্রত্যাবর্তনের জন্যও একটি সময় হইয়া থাকে। অতএব, নিশ্চিতভাবে জানিয়া রাখ যে, আমি না অসময়ে আগমন করিয়াছি এবং না অসময়ে প্রত্যাবর্তন করিব। খোদার সহিত যুদ্ধ করিও না। ইহা তোমাদের কাজ নয় যে, আমাকে ধ্বংস করিয়া দিবে।" (তোহফায়ে গোলড়াবিয়া, পৃষ্ঠা ১২-১৩)

লোকদিগকে বিপথগামী করার জন্য মৌলবীদের পছন্দসই বচন ঃ

যেহেতু সময় অধিক হইয়া যাইতেছে, অতএব এই বিষয়বস্তুটির অন্য অংশ, ইনশাল্লাহ-তায়ালা পরবর্ত্তী খোৎবায় বর্ণনা করিব। অনেক হাওয়ালা আমি ছাড়িয়া দিয়াছি। কিন্তু এতদসত্বেও এই বিষয়বস্তুটি এইরূপ যাহা বর্ণনা করিলে খোৎবা অনিবার্য্যভাবে দীর্ঘ হইয়া যাইবে। এইজন্য ইহা জরুরী নয় যে, যে বিষয়বস্তুটি আমি বর্ণনা করিব উহা এক খোৎবাতেই শেষ হইয়া যাইবে এবং এমনও হইতে পারে যে কোন কোন খোৎবায় দুই তিনটি ছোট ছোট বিষয়

একত্রে বর্ণনা করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। যাহা হউক, আমার ধারণা এই যে, দুই এক মাসের মধ্যে এই বিষয়টির পরিপূর্ণ আলোচনা শেষ হইয়া যাইবে।

সুতরাং স্বরোপিত বৃক্ষের অপবাদ এবং ইংরেজদের প্রশংসা সম্বন্ধে ইহাই বলিতে হয় যে, এখনতো এই কথা সুস্পষ্টভাবে জামাতের জ্ঞাত হওয়া উচিত যে, হযরত মসীহ মওউদ আলাইহেস সালাতু ওয়াস সালাম ইঙ্গিতেও কখনো আহমদীয়া জামাত সম্বন্ধে "ইংরেজদের স্বরোপিত বৃক্ষ" শব্দগুলি ব্যবহার করেন নাই। বরং তিনি যে খানদানের উল্লেখ করিয়াছেন তাহারা সুন্নি ও আহলে হাদিস খানদান ছিলেন, অর্থাৎ তাহারা উভয় ফেরকার সংমিশ্রিত লোক ছিলেন এবং তাহাদের সম্বন্ধেও ধর্মীয় দৃষ্টিকোন হইতে নয়, বরং খানদানের দৃষ্টিকোন হইতে তিনি (আঃ) তাহাদিগকে স্বরোপিত বৃক্ষ বলিয়াছেন। ইহা সম্বন্ধেও শতকরা একশত ভাগ সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণ রহিয়াছে যে, তাহাদের নিকটও ইংরেজদের পক্ষ হইতে এক বিন্দু পরিমাণও আর্থিক সুযোগ সুবিধা পৌঁছে নাই। বরং ইংরেজ সরকার তাহাদের সম্পত্তি আত্মসাৎকারীরূপে প্রমাণিত হইয়াছে। অপবাদ আনয়নকারীদের নিজেদের অবস্থা এই যে, তাহারা সম্পূর্ণরূপে বাকশূন্য হইয়া গিয়াছে। তাহাদের মধ্যে খোদার ভয় নাই। আহমদীয়াত ছাড়াও তাহারা এক ফেরকা অন্য ফেরকাকে স্বরোপিত বৃক্ষরূপে আখ্যায়িত করিয়া চলিয়াছে। এই বচনটি (অর্থাৎ "স্বরোপিত বৃক্ষ" এর বাগধারাটি—অনুবাদক) তাহারা এইরূপ পছন্দ করিয়াছে যে, ইহাকে তাহারা ছাড়িতে চায় না এবং কোন কোন স্থানে স্বয়ং নিজেদের সম্বন্ধে ইহা স্বীকার করিয়া নেয় এবং লোদিগকে বলে যে, 'হ্যাঁ, আমাদের ভিত্তি ইংরেজরা স্থাপন করিয়াছিল'। তদুপরি ইহা এইরূপ একটি ঐতিহাসিক ঘটনা যে আপনারা ইহা পরিবর্তন করিতে পারেন না। অতঃপর তাহারা নিজেদের জীবন ও নিজেদের প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যও বর্ণনা করে এবং তাহা স্বীকার করিয়া যাইতে থাকে।

স্বার্থান্বেষী মহলের পরিকল্পনাসমূহ ঃ

আজ এই মহল সম্বন্ধেই ঐতিহাসিক ঘটনাবলী দ্বারা ইহা প্রমাণিত যে, ইংরেজরা সদাসর্বদা ইহাদিগকে বিশেষ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য ব্যবহার করিয়াছে এবং ইহাদিগকে আর্থিক সুযোগ সুবিধা দান করিয়া ইহাদের দ্বারা কোন কোন ঐতিহাসিক লক্ষ্য হাসিল করিয়াছে। এই ফেরকাকেই আজ পাকিস্তানে প্রতিষ্ঠিত করা হইতেছে এবং অবশিষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠ ফেরকাগুলিকে বুঝিতে দেওয়া হইতেছেনা যে, তাহাদের সহিত কি করা হইতেছে! হযরত মসীহ মওউদ আলাইহেস সালাতু ওয়াস সালামের বিরুদ্ধে এত বিপুল পরিমাণ অশ্লীল ও জঘন্য গালি বর্ষণ করা হইতেছে যে, অসহায় লোকেরা এক দিকই দেখিতেছে। তাহারা অন্য কোন চেহারা ও আকৃতি দেখিতেই পাইতেছে না এবং তাহারা মনে করে যে, সকল বিপদ ও সকল যুলুম আহমদীয়াতের পক্ষ হইতে সংঘটিত হইতেছে এবং এই একটি বিপদই রহিয়া গিয়াছে। ইহা ব্যতীত অন্য কোন বিপদই আর রহিল না। বস্তুতঃ এই মিথ্যা হৈ-চৈ এর দরুন তাহারা নিজেদের অবস্থা সম্বন্ধে উদাসীন হইয়া পড়িয়াছে এবং তাহারা কিছু জানেই না

যে, তাহাদের বিরুদ্ধে কি ষড়যন্ত্র হইতেছে এবং তাহাদের বিরুদ্ধে ভবিষ্যতে কি হইতে যাইতেছে। বস্তুতঃ আপনারা দেখিবেন, যদি এই পরিস্থিতি এইভাবে চলিতে থাকে; তাহা হইলে কিছু দিনের মধ্যে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর শক্তিতে একটি ধর্মীয় ফেরকাকে পাকিস্তানে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দেওয়া হইবে এবং ইহারই নাম রাখা হইবে ইসলাম এবং ইহার বিরোধী যত ধর্ম-বিশ্বাস রহিয়াছে ঐগুলিকে কোন না কোন ভাবে দোষারোপিত করা হইবে।

শিয়াদের বিরুদ্ধে সেখানে (অর্থাৎ পাকিস্তানে) যাহা কিছু হইয়াছে তাহা আপনারা অবগত আছেন এবং ঐগুলি পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে এবং সংগোপনে যে সকল প্রস্তুতি চলিতেছে, উহা তাহারাও উত্তম জানে। কিন্তু আমি আপনাদিগকে বলিতেছি যে, তাহারাও শান্তিতে নাই। যদি তাহারা মনে করে যে; তাহারা শান্তিতে আছে তাহা হইলে তাহারা মিথ্যা ধারণা লইয়া বসিয়া রহিয়াছে।

বেরলবীদের বিরুদ্ধে অর্থপূর্ণ সতর্কবাণী ঃ

বেরলবীদের বিরুদ্ধে যাহা কিছু হইতেছে তাহা আপনারা অবগত আছেন। কেননা পত্র পত্রিকায় এইগুলি প্রকাশিত হইতেছে এবং দেশের প্রেসিডেন্ট তাহার নিজের একটি বিবৃতিতে ইহাও বলিয়াছেন যে, এখানে (অর্থাৎ পাকিস্তানে) মুশরিকদেরও কোন স্থান নাই। বেরলবী ও দেওবন্দী অথবা নজ্‌দী ও বেরলবীদের আসল বিবাদ এই বিষয়টির মধ্যেই নিহিত। বেরলবীরা বলে যে, "আমাদিগকে মুশরিক বলা হয়। কিন্তু আমরা মুশরিক নই।" পক্ষান্তরে তাহারা প্রমাণ করার চেষ্টা করে যে, দেওবন্দী ও নজ্‌দীরা মুশরিক। বস্তুতঃ ইহা একটি অর্থপূর্ণ কথা। ইহাতো হইতে পারে না যে, প্রেসিডেন্টের মুখ হইতে এমনিতেই এই কথা বাহির হইয়া গিয়াছে। ইহাতে একটি সুচিন্তিত স্কীম অনুযায়ী ভবিষ্যতের পলিসির অভিব্যক্তি করা হইয়াছে। আহমদীদিগকে চিহ্নিত করার পর যে তাহাদের এখানে কোন স্থান নাই, এতদসংগে ইহাও বলা হইয়াছে যে মুশরিকদেরও এখানে কোন স্থান নাই।

সুতরাং এই ঐতিহাসিক পটভূমি হইতে ইহা সুস্পষ্ট হইয়া যায় যে নজ্‌দী সরকার প্রতিষ্ঠার মধ্যেও এই বিতর্কই আরম্ভ হইয়াছিল এবং তুরস্ক সরকারের বিরুদ্ধে ইংরেজরা মুসলমানদিগকে এই ভিত্তিতেই বিবাদে লিপ্ত করাইয়াছিল যে, ইহারা মুশরিক এবং মুশরিক সরকারের সাহায্যকারী মহল। ইহারা তোমাদের উপর বর্তমানে অধিষ্ঠিত হইয়াছে। এই জন্য শিরক্‌-এর বিরুদ্ধে জেহাদের যে ঘোষণা করা হইয়াছিল উহাকে ইংরেজরা নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য ব্যবহার করিল এবং মুসলমানদের একটি মহান সাম্রাজ্যের উপর এত বড় আঘাত হানিল যে, অতঃপর মধ্যপ্রাচ্যে ইংল্যাণ্ড বা ফ্রান্সের অনুপ্রবেশ একটি স্বাভাবিক পরিণতি দাঁড়াইল। তুরস্ক সাম্রাজ্য, যাহাকে উসমানীয়া সাম্রাজ্য বলা হয়, উহা যদি ভাঙ্গিয়া না যাইত; তাহা হইলে প্রশ্ন উঠিত না যে. মধ্যপ্রাচ্যে ইংরেজ বা পাশ্চাত্য শক্তিসমূহের

অনুপ্রবেশ ঘটে। সুতরাং এই ধরণেরই একটি ভয়ংকর ষড়যন্ত্র ইসলাম জাহানে আজ পৃথিবীর বড় বড় শক্তিগুলির পক্ষ হইতে করা হইতেছে। এই পাশ্চাত্য শক্তিগুলি কেবলমাত্র পরস্পরের মধ্যে কোন কোন স্বার্থকে একে অন্যের প্রতি হস্তান্তর করিয়া থাকে। কখনো কখনো প্রাচ্যকে ইংরেজরা শামলাইয়া নেয়, কখনো কখনো আমেরিকা শামলাইয়া নেয়, এবং কখনো কখনো অন্য কোন দেশের মাধ্যমে এই চাল চালা হইয়া থাকে। কিন্তু মৌলিক স্বার্থ ইহাদের সকলেরই এক ও অভিন্ন।

ইসলাম জাহান বিদেশী ষড়যন্ত্রের শিকার ঃ

অতএব ঐ একই আহলে হাদীস—দেওবন্দী ফেরকার লোক, যাহাদিগকে পূর্বে ব্যবহার করা হইয়াছিল, তাহাদিগকে আজও ব্যবহার করা হইতেছে। কিন্তু আমাদেরতো এক খোদা রহিয়াছেন। তাঁহার উপর আমরা পরিপূর্ণভাবে ভরসা রাখি। তিনি কখনো আমাদিগকে পরিত্যাগ করেন নাই। তাঁহার সম্বন্ধে হযরত মসীহ মওউদ আলাইহেস সালাতু ওয়াস সালাম বলেন যে, 'তিনি বিশ্বস্ততার সহিত আমাকে সাহায্য করিয়াছেন এবং তাঁহার এই বিশ্বস্ততার হস্ত কখনও আমাকে পরিত্যাগ করিবে না'। কিন্তু ইহাদের কি হইবে, যাহাদিগকে সরলতা ও অজ্ঞতার দরুন আহমদীয়াতের শত্রুতায় পাগল করিয়া দেওয়া হইয়াছে? তাহাদের হুঁশ নাই যে প্রকৃত আক্রমণ তাহাদের নিজেদের উপর করা হইতেছে। তাহাদের হেফাজতের জন্যতো অতঃপর কোন জামানত দেওয়া যাইতে পারে না। সুতরাং এই জাতির জন্য দোওয়া করুন যে, আল্লাহ্তায়ালা ইহাদিগকে হুঁস দিন এবং জ্ঞান দিন। মুসলমান দেশগুলির উপর ইসলামের নামে একটি বিদেশী ষড়যন্ত্র কার্যকর হইয়া যাওয়া খুবই বড় একটি বেদনা-দায়ক যুলুম হইবে এবং তাহাদের চক্র হইতে অতঃপর এই সকল মুসলমান দেশ কখনো বাহির হইয়া আসিতে পারিবে না। এই ঘটনাই তুরস্কে ঘটিতেছে, ইন্দোনেশিয়াতেও ঘটিতে আরম্ভ করিয়াছে, মালয়েশিয়াতেও ঘটিতে আরম্ভ করিয়াছে এবং সুদানেও এই ঘটনা ঘটিয়াছে। যদি আপনারা চারিদিকে চাহিয়া দেখেন, তাহা হইলে আপনারা লক্ষ্য করিবেন যে, সর্বত্র ইসলামের নামকে ব্যবহার করিয়া কোন কোন শক্তি নিজেদের স্বার্থ উদ্ধার করার মত উপযোগী সরকারকে আনিয়া ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করিতেছে। রাশিয়ার ব্যাপারে ইহাই বলিতে হয় যে, তাহারাও এই ক্ষেত্রে কাহারও পশ্চাতে নহে। প্রাচ্যের শক্তিগুলিও, যেখানে তাহারা দাঁত বসাইতে পারে, সেখানে তাহারাও ইসলামের নামে এইরূপ কোন রাজনৈতিক দলকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করিয়া দেয়, যাহাদের নিকট হইতে অতঃপর জাতি নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে না।

আহমদীয়াতের দুশমনী—লাঞ্ছনা ও জিল্লতির কারণ হইয়া যায় ঃ

সুতরাং দোওয়া করুন, আল্লাহ্তায়ালা যেন স্বীয় ফযলে বিপথগামী লোকদের হাত

হইতে মুসলমান সরকারগুলিকে উদ্ধার করে এবং মুসলমান জাতিকে উদ্ধার করে এবং এই ষড়যন্ত্রকে স্বীয় ফযলে ব্যর্থ করেন। অতএব, প্রকৃত পরিস্থিতি এই যে (যে সকল সংবাদ আসিতেছে) পাকিস্তানের লোকদের দৃষ্টি আজ আহমদীয়াতের উপর নিবদ্ধ। কেননা, ইহাদের সকল হিল্লা এখন শেষ হইয়া যাইতেছে এবং তাহারা আপনাদের (অর্থাৎ পাকিস্তানের আহমদীদের) দিকে চক্ষু মেলিয়া তাকাইয়া রহিয়াছে। অনেক খ্যাতনামা গয়ের আহমদী বলেন যে, 'এখনতো আমরা কেবলমাত্র এতটুকু বুঝিতে পারিতেছি যে, পূর্বেও যখন কখনো কেহ তোমাদের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছে; সে ব্যর্থ হইয়াছে। এই জন্য খোদা করুন, এখনও যেন এইরূপ হইয়া যায়। কেননা এখন আমাদের মধ্যে এই যালিমদের নাগপাশ হইতে মুক্ত হওয়ার কোন শক্তি নাই। তোমাদের দরুন যদি আমরা পরিত্রাণ পাইয়া যাই এবং তোমাদের দরুন যদি আমরা নিস্কৃতি লাভ করি—ইহাই একটি সম্ভাব্য রাস্তা রহিয়াছে। ইহা ব্যতীত আর কোন রাস্তা নাই'। কিন্তু আমাদেরতো (অর্থাৎ আহমদীদের) কোন শক্তি নাই। আমরাতো নেহায়েত এক দুর্বল জামাত। না রাজনীতির সহিত আমাদের কোন সম্পর্ক রহিয়াছে এবং না কখনও আমরা এই সকল রাজনৈতিক বিবাদে জড়িত হইয়াছি। যুগ-সরকারের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়া এবং আন্দোলন বা বিদ্রোহ করা—ইহাতো না আমাদের প্রকৃতিতে রহিয়াছে এবং না ইহা আমাদের শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু আমাদের এই দৃঢ় বিশ্বাস রহিয়াছে এবং এই অভিজ্ঞতা রহিয়াছে যে আমাদের খোদা কখনো আমাদিগকে একাকী পরিত্যাগ করেন না। তিনি সদা-সর্বদা আমাদের দুশমনদিগকে লাঞ্ছিত ও হতমান করিয়া থাকেন। যে কেহ আহমদীয়াতের উপর হাত উঠাইয়াছে, ঐ হাত হামেশাই কাটিয়া দেওয়া হইয়াছে। অতএব দোওয়া করুন এবং তাঁহার দিকে অবনত হউন, যেন তিনি আমাদের অছিলায় দেশের অবশিষ্ট মানুষদিগকেও নিস্কৃতি দান করেন এবং ইসলাম জাহানের বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্র চলিতেছে উহাকেও শেষ করিয়া দেন এবং ঐ সকল শক্তিকে ব্যর্থ করিয়া দেন, যাহারা ইসলামের নামে নিজেদের শাসন ক্ষমতাকে অধিক সুপ্রতিষ্ঠিত এবং অধিক সম্প্রসারিত ও স্থায়ী করিয়া চলিয়াছে। আল্লাহ্‌তায়ালা তাহাদের হাত হইতে আমাদিগকে নিস্কৃতি দান করুন।

(লণ্ডন হইতে এডিশনাল নাযারাত, এশায়াত ও ও'কালত-তসনীফ কর্তৃক ১৯৮৫ সনের সেপ্টেম্বরে পুস্তিকাকারে প্রকাশিত)

অনুবাদক: নাযির আহমদ ভূঁইয়া

জুম্‌য়ার খোৎবা

সৈয়্যাদনা হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)

(সারসংক্ষেপ)

[২৩শে জানুয়ারী '৮৭ ইং, লণ্ডনস্থ মসজিদে-ফজলে প্রদত্ত]

"শতবার্ষিকী জুবিলী অনুষ্ঠানের পূর্বেই ওয়াদাসমূহ সম্পূর্ণ আদায় হ'য়ে যাওয়া উচিত এবং এর জন্য চলতি বছরের শেষ নাগাদ সময়সীমা টার্গেট হিসাবে গ্রহণ করা উচিত। নিজেদের অন্তরে বিনয় ও আত্মবিলীনতার সৃষ্টি করুন এবং নিজেদের অন্তরে দোওয়ার মান সমুন্নত করে চলুন।"

তাশাহুদ, তায়াওউয ও সূরা ফাতেহা পাঠের পর হুযূর (আইঃ) নিম্নরূপ আয়াতটি তেলাওয়াত করেন।

هو الذى ارسل رسوله بالهدى و دين الحق ليظهره على الدين كله و لو كره المشركون ٥

(তরজমা : সেই আল্লাহ্ যিনি তাঁর রাসূলকে হেদায়াত ও সত্য দ্বীন সহকারে প্রেরণ করেছেন যাতে তিনি তাকে সকল দ্বীনের উপর প্রাধান্য দান করেন যদিও মুশরিকরা ইহা অপসন্দই করুক না কেন।"—অনুবাদক)

হুযূর (আইঃ) এই আয়াতের তফসীর বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন যে, উক্ত আয়াতটিতে যে প্রাধান্য ও বিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে, তা শুধু ইসলামেরই প্রাধান্য নয়, বরং হযরতে আকদাস মুহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রাধান্যও বটে, যিনি ছিলেন ইসলামের পূর্ণ বিকাশস্থল। কেননা, দ্বীনের সাথে রাসূলের গভীর ও অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক বিদ্যমান এবং তিনি ব্যতিরেকে প্রকৃত ও যথার্থ দ্বীন পৃথিবীতে প্রবর্তিত ও বলবৎ হ'তেই পারে না।

হুযূর বলেন, জামায়াত আহমদীয়ার দাবী এই যে, দ্বীন-ইসলামের উক্ত মহান বিজয় ও প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর বিনীত দাস হিসাবে আমাদেরকে

মনোনীত করা হয়েছে, আমরা এই বিজয়কে সারা পৃথিবীময় বাস্তবায়িত ও জারী করে দেখাবো এবং আমাদের অস্তিত্বের সর্বাংশ উক্ত প্রাধান্য বিস্তারের পথে বিলিয়ে দিবো। এ প্রসঙ্গে হুযূর আরও বলেন যে, ইসলামের বিজয়ের প্রস্তুতি গ্রহণের উদ্দেশ্যে নির্ধারিত প্রথম শতাব্দীটি পূর্ণ হ'তে আর মাত্র দু'টি বছর বাকী আছে, অথচ আমাদের সামনে প্রস্তুতি সংক্রান্ত অনেক বেশী কাজ পড়ে আছে, যেগুলি সরাসরি আল্লাহ্‌তায়ালার নিয়ন্ত্রণ ও তকদীর ব্যতিরেকে সুসম্পন্ন হ'তে পারে না। সেজন্য বিজয়-কাল ত্বরান্বিত করণ ও নিকটতর আনয়নের উদ্দেশ্যে নিজেদের মধ্যে বিনয় ও আত্মবিলীনতার সৃষ্টি করুন। কেননা, আপনারা যখন নিজেদের (আমিত্ব ও অস্তিত্ব)-কে গায়েব ও বিলীন ক'রে দিবেন তখন খোদাতায়ালা সেই শুণ্যতাকে নিজের অস্তিত্ব ও কুদরতের দ্বারা পূরণ করবেন এবং আপনাদের প্রতিটি প্রচেষ্টায় খোদাতায়ালা শামিল হয়ে যাবেন। ইসলামের বিজয়-শতাব্দীর প্রস্তুতি সাধনের উদ্দেশ্যে জামায়াত আহমদীয়াকে পয়গাম দান করতে গিয়ে হুযূর বলেন :—

আমার প্রথম পয়গাম হ'লো এই যে, নিজেদের মধ্যে বিনয় ও আত্মবিগলনের সৃষ্টি করুন এবং নিজেদের দোওয়ার মান উন্নততর করে চলুন। সর্বদিক থেকে 'কামেল ইরফান' (পূর্ণ তত্ত্বোপোলব্ধি)-এর মাধ্যমে খোদাতায়ালার সমীপে সকরুণ নিবেদন জ্ঞাপন করতে থাকুন যে, 'আমরা বস্তুতঃপক্ষে কিছুই নই এবং সব কিছুই তোমাকে দিতে হ'বে—ইয়াকা না'বুদু ওয়া ইয়াকা নাস্‌তাঈন' إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ —দোওয়াটিকে অনিবার্যরূপে চিরসারথী করে নিন। আর এর সাথে সাথে 'ইস্তেগ্‌ফার'ও করুন যেন আল্লাহতায়ালা ত্রুটি-বিচ্যুতিসমূহ ক্ষমা করেন। এ প্রসঙ্গেই হুযূর (আইঃ) দ্বীন-ইসলামের প্রাধান্য বিস্তার সংক্রান্ত এই প্রস্তুতির উদ্দেশ্যে 'শতবার্ষিকী জুবিলী'র ওয়াদাসমূহ পরিশোধ ও আদায়ের দিকে বিশেষভাবে মনোযোগ আকৃষ্ট করেন এবং বলেন যে, উক্ত (১৯৮৯ সালে) শত বার্ষিকী জুবিলী উদযাপনের পূর্বেই সম্পূর্ণরূপে ওয়াদাসমূহ পরিশোধ ও আদায় হ'য়ে যাওয়া উচিত এবং এর জন্য চলতি বছরের শেষ নাগাদ (টার্গেট) লক্ষ্যস্থল হিসাবে গ্রহণ করতে হবে।

হুযূর (আইঃ) 'শতবার্ষিকী জুবিলী'র ওয়াদা আদায়ের তুলনামূলক সমীক্ষা পেশ করতে গিয়ে বিভিন্ন জামায়াতের উল্লেখ করে বলেন যে, ইংল্যাণ্ড জামায়াত আহমদীয়া বিশ্বের অন্যান্য সকল জামায়াতের মোকাবেলায় তুলনামূলকভাবে এগিয়ে আছে। ইহা বস্তুতঃ এক ঐতিহাসিক সৌভাগ্য এবং এর সিংহভাগ হচ্ছে হযরত চৌধুরী মুহাম্মাদ জাফ্‌রুল্লাহ খান সাহেবের (রহঃ)। যা কিনা আল্লাহতায়ালার ফজলে আদায়ও হয়ে গেছে। হযরত চৌধুরী সাহেবের ওয়াদা আদায় হওয়ার ঘটনা সবিস্তারে বর্ণনা করে হুযূর বলেন যে এই ওয়াদা পরিশোধের

ব্যাপারে তিনি বড়ই চিন্তান্বিত ছিলেন এবং উহা আদায়ের কোন উপায় পরিলক্ষিত হচ্ছিল না, কিন্তু আল্লাহতায়ালা কেবল তাঁর ফযলের দ্বারা (অভাবনীয় উপায়ে) উহা আদায়ের উপকরণ সৃষ্টি করে দিলেন। এরপরে হুযূর ইহাও বলেন যে, এ সব বিষয়েতে খোদাতায়ালার বিরাট নিদর্শনাবলী বিরাজ করছে এবং জামায়াতের জন্য উৎসাহব্যঞ্জক উপকরণ বিদ্যমান রয়েছে, খোদাতায়ালা কিরূপে তাঁর জামায়াতের এক, এক বান্দার অন্তরের উপর দৃষ্টি রাখেন, এবং এতে সুসংবাদও রয়েছে যে, আপনারা যদি নিজেদের এখলাস ও আন্তরিকতার মান সমুন্নত করেন, তা'হলে খোদাতায়ালা ওয়াদা আদায়ের উপকরণও সৃষ্টি করে দিবেন। কাজেই পূর্বে যদি আপনাদের এখলাস ও কুরবানীর এই মানদণ্ডটি আপনাদের দৃষ্টি গোচরে ছিল না, তা'হলে এখন এর সহযোগে পুণরায় নব উদ্যমে খোদাতায়ালার হুযূরে নিজেদের ওয়াদার নবায়ন করুন এই বলে যে, "হে খোদা! পূর্বে আমাদের দ্বারা যে গাফ্‌লত হয়েছে, আমাদেরকে তার জন্য ক্ষমা কর এবং ভবিষ্যতে আমাদেরকে তওফিক দান কর যেন আমরা তোমার সন্তোষ মোতাবেক এই ওয়াদা চলতি বছর সময়কালের মধ্যে পুরা করে দিতে পারি।" তা'হলে আল্লাহতায়ালা আপনাদেরকে ওয়াদাকৃত চাঁদা পূর্ণ করার তওফিক দান করবেন।

তেমনিভাবে হুযূর বলেন যে, সমগ্র বিশ্বের জামায়াতগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা অগ্রগামী জামায়াত হলো ঘানার আহমদীয়া জামায়াত। এ দেশটি অর্থনৈতিক দিক থেকে ভীষণ সংকটাপন্ন ও পশ্চাদপদ ছিল। তথাপি সেখানকার আহমদীরা সারা পৃথিবীব্যাপী জামায়াতগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা আগে বেড়ে গেছে। এর মধ্যেও আমাদের জন্য শক্তিসঞ্চয়ের পয়গাম রয়েছে।

এতদ্ব্যতীত হুযূর (আইঃ) নব উপার্জনশীলদেরকে যারা পূর্বে এই তাহ্‌রীকে অংশ গ্রহণের তওফিক পান নাই, তাদেরকেও এবং নবদীক্ষিত আহমদীদেরকেও দ্বীনের প্রাধান্য বিস্তার সংক্রান্ত প্রস্তুতির উদ্দেশ্যে এই মালী কুরবানীতে অংশগ্রহণের জন্য আহ্বান জানান এবং বলেন যে, এমন বহু দেশ রয়েছে যেখানে এই তাহ্‌রীকের পরবর্তী সময়ে জামায়াত কায়েম হয়েছে। সেজন্য চেষ্টা করা উচিত, যাতে এই শত বার্ষিকী পূর্তি অনুষ্ঠান নাগাদ আমাদের ওয়াদা পুরণকারী দেশীয় জামায়াত একশ'টি দেশ হয়ে যায়। অর্থ বিভাগ যেন নিরীক্ষণ করে, কোন্ কোন্ দেশে জামায়াত আছে। তারপর তাদের থেকে ওয়াদা নিয়ে তাদেরকেও এই মালী কুরবানীতে শামিল করে। পরিশেষে হুযূর দোওয়া করেন, যেন আল্লাহ্‌তায়ালা আমাদেরকে নিজেদের ওয়াদা পূর্ণ করবার তওফিক দান করেন, (আমীন!)।

(মাসিক 'আনসারুল্লাহ' মার্চ '৮৭ইং সংখ্যা থেকে অনুদিত)

অনুবাদঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ

নববর্ষ উপলক্ষে জামায়াতসমূহের আমীর, মুবাল্লিগ ও সদর সাহেবানের নামে

হুযূর আইয়্যাদাহুল্লাহুতায়ালার বিশেষ পয়গাম

আল্লাহুতায়ালার ফযলে ১৯৮৬ সালে বয়েতের সংখ্যা অসাধারণভাবে বেড়েছে। আগামী বছর (৮৭ইং) বয়েতের গতি দ্বিগুণ বাড়াতে হবে।

মুকাররম আমীর সাহেব/মুবাল্লিগ ইনচার্জ সাহেব/সদর সাহেব, জামায়াত!

আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু।

১৯৮৬ ইং বছরটি আল্লাহ্তায়ালার অগণিত ফযল ও রহমতের দ্বারা আমাদের অঞ্চলকে ভরপুর ক'রে আমাদের থেকে বিদায় নিচ্ছে এবং নতুন বছর আগত প্রায়। আমি দো'আ করছি এবং আমি আমার মাওলা-করীমের উপর পূর্ণ বিশ্বাস রাখি যে, তিনি ১৯৮৭ ইং সালটিকে আহমদীয়াতের জন্য সদাসর্বদার ন্যায় পূর্বাপেক্ষা অসাধারণ কৃপা ও আশিস এবং মহান সাফল্য ও রুহানী বিজয় সমূহের বৎসরে পরিণত করবেন এবং জামায়াত সকল ক্ষেত্রে বিস্তৃতি ও উন্নতি লাভ করবে এবং ক্রমাগত অধিকতর শক্তিশালী হ'তে থাকবে; ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ্তায়ালার ফযলে জামায়াতের জাগরণের লক্ষণাবলী বাস্তব সত্যে রূপান্তরিত হয়েছে। ১৯৮৬ সালে চাঁদার ক্ষেত্রে কেবল অসাধারণ সংখ্যাবৃদ্ধিই ঘটে নাই, বরং তুলনামূলকভাবে দ্রুত গতিও লাভ করেছে। বস্তুতঃ এই গতিধারার তুলনামূলক অবস্থানকেও কায়েম রাখা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও পরিশ্রম সাপেক্ষ চেষ্টাসাধ্য কাজও বটে। সেজন্য মজলিসে আমেলায় একত্রে বসে চিন্তা-ভাবনা করুন। মুবাল্লিগগণের সহিত পরামর্শ করুন এবং উপযুক্ত প্রোগ্রাম তৈরী করুন, যাতে আগামী বছরটিতে বর্তমান বছরের বয়েত-সংখ্যাকে দ্বিগুণ করা যায়। নবদীক্ষিত আহমদীদের দ্বারাও ফায়দা গ্রহণ করুন। তাদের পথপ্রদর্শন করুন এবং তাদেরকে "দায়ী ইলাল্লাহ"-তে পরিণত করে তাদের আত্মীয়-স্বজন ও অপরাপর প্রিয়জনদেরকে আহমদীয়াতে আনয়নের জন্য উদ্বুদ্ধ করুন। যে সকল 'দায়ী ইলাল্লাহ'র চেষ্টা-প্রয়াসকে আল্লাহ্তায়ালা অনুগৃহীত ক'রে এবছর নূতন বয়েত করাবার তৌফিক দান করেছেন, তাদেরকে আগামী বছর নিজেদের প্রচেষ্টা আরও সতেজ করার এবং বয়েতের সংখ্যাকে দ্বিগুণ ক'রে তোলার জন্য বলুন এবং কঠোর পরিশ্রম ও দো'আর মাধ্যমে এবং দৃঢ়তর সংকল্প ও নবউদ্যম সহকারে নতুন বছরটিতে প্রবেশ করুন। আল্লাহ্তায়ালা আপনাদের পথপ্রদর্শন করুন, আপনাদের সহায়ক হউন এবং বিশ্বব্যাপী ইসলামের প্রাধান্য বিস্তারের এই মহান রুহানী জেহাদের ক্ষেত্রে বিপুল বিজয়ে ভূষিত করুন।

সকল আহ্বাবে-জামায়াতকে আমার তরফ থেকে মহব্বত ভরা "আস্-সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু" এবং নববর্ষের মোবারাকবাদ পেঁছাবেন। আল্লাহ্তায়ালা আপনাদের সাথী হউন। ওয়াস্-সালাম। খাকসার— (মির্যা তাহের আহমদ)

অনুবাদ: আহমদ সাদেক মাহমুদ

খলীফাতুল মসীহ রাবে'

একটি ঐশী-প্রতিশ্রুত আন্দোলনের রূপরেখা

(পূর্বপ্রকাশিতের পর—২৭)

(ঘ) ফিরিশ্‌তার উপর ঈমান (ঈমান-বিল-মালায়েকা) সম্পর্কে নানা ধরনের ভ্রান্ত-ধারনা দুরীভূত করেছেন হযরত মির্যা সাহেব (আঃ)। ফিরিশ্‌তাগণ পাপ করতে সক্ষম, শয়তান বা ইবলিস পূর্বে ফিরিশ্‌তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল, হারুত-মারুত নামক দু'জন ফিরিশ্‌তার কথিত পাপ-কর্ম, আজরাইল ফিরিশ্‌তার ছুটাছুটি করে প্রাণ-সংহারে ব্যস্ত থাকা ইত্যাদি ধ্যান-ধারনা সম্পূর্ণরূপে বাতিলযোগ্য বলে তিনি ঘোষণা করেন। ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার আলোকে তিনি ঘোষণা করলেন যে, ফিরিশ্‌তাগণের সত্ত্বা কাল্পনিক নয় অথবা পার্থিব নয়, তারা এক প্রকার বিশেষ আধ্যাত্মিক সৃষ্টি, তাদের মধ্যে ঐশী আদেশ অমান্য করার কোন ক্ষমতাই নাই এবং তারা শুধুমাত্র সেই সকল কাজই সম্পাদন করে, যেগুলোর জন্য তাদেরকে আল্লাহ্‌তা'লা আদেশ দেন (সূরা তাহরীম : ৭)। তিনি বললেন যে, শয়তান কখনই ফিরিশ্‌তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না, বরং শয়তান হলো অবিশ্বাসী মন্দ সত্ত্বা (সূরা বাকারা : ৩৫)। তিনি একথাও ঘোষণা করেন যে, নেক ও মুত্তাকীদের জন্য ফিরিশ্‌তা হ'তে সাহায্য লাভ করা এবং দুঃখ-যন্ত্রনার পরিস্থিতিতে সুসংবাদ লাভ করা সম্ভব (সূরা হামিম-সিজদা : ৩১, সূরা ক্বদ্‌র : ৫—৬)। এরূপ বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে তিনি বহু ঐশীনিদর্শন লাভ করেন এবং সেগুলি তিনি তাঁর রচিত বিভিন্ন পুস্তকে উল্লেখও করেছেন। পবিত্র কুরআন ও হাদীসের প্রকৃত শিক্ষা অনুযায়ী হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) ফিরিশ্‌তার অস্তিত্বের উপর বাস্তব অভিজ্ঞতামূলক প্রমাণ পেশ করেছেন।

(ঙ) পবিত্র কুরআনের উপর ঈমান সম্পর্কে বাহ্যতঃ কোন মত পার্থক্য না থাকলেও কার্যতঃ নানা প্রকার ভ্রান্ত-ধারণা কালক্রমে অনুপ্রবেশ করেছে। প্রথমতঃ 'মনসুখ' বা 'রহিত করণ' তত্ব (Abrogation Theory) অনুযায়ী কতিপয় তফসীরকারক (ব্যাখ্যাকারী) আপাতঃদৃষ্টিতে পরস্পর-বিরোধী বা সামঞ্জস্যহীন আয়াত গুলোকে 'মনসুখ' (রহিত) বলে মনে করেন। কিন্তু হযরত মির্যা সাহেব (আঃ) অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করেন যে, পবিত্র কুরআনের সূরা ফাতেহা হতে শুরু করে সূরা আন্‌-নাস পর্যন্ত প্রত্যেকটি আয়াত সুশৃংখল এবং সুসামঞ্জস্যপূর্ণ, অপরিবর্তনীয় এবং ঐশী সাহায্যের মাধ্যমে সুসংরক্ষিত (সূরা হিযর : ১০)। বিভিন্ন লেখার মাধ্যমে তিনি প্রমাণ করেন যে, পবিত্র কুরআনের একটি শাশ্বত বর্ণনাধারা রয়েছে যা একটি সুনিপুন এবং অনবদ্য 'নেট-ওয়ার্ক' সৃষ্টি করেছে ; যেদিকে অনেকেই দৃষ্টি রাখেন না। তিনি বলেন যে, যারা পবিত্র কুরআনের মধ্যে সামঞ্জস্যহীন কোন আয়াতের কথা বলে, তারা মূলতঃ এই মহাগ্রন্থের সত্যিকার অর্থ উপলব্ধি করতে পারে নাই এবং সেজন্য নিজ অজ্ঞতা অথবা অক্ষমতাকে 'মনসুখ' হওয়ার অজুহাত দিয়ে ঢাকা দিতে চেষ্টা করে।

হযরত মির্যা সাহেব (আঃ) পবিত্র কুরআনের শব্দাবলী এবং আয়াত বা বাক্যাবলীর পারস্পরিক বিন্যাস-ধারার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, এই বিন্যাস-ধারা কার্যতঃ টেক্‌ষ্টেরই অংশ বিশেষ এবং এর দ্বারা প্রাসঙ্গিক বিষয়ের অর্থ অধিকতর পরিস্ফুটিত হয়েছে। কোন কোন ব্যক্তির নিজ অজ্ঞতাই এই বিন্যাসধারার প্রতি অবহেলার প্রধান কারণ ছিল। তিনি আরো শিক্ষা দিয়েছেন যে, পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াতের পারস্পরিক বিন্যাস ও বর্ণনা ধারাও বিশেষ গুরুত্ব বহণ করে। প্রত্যেকটি সূরার একটি কেন্দ্রীয় বিষয়-বস্তু রয়েছে যা ক্রমান্বয়ে আয়াতের পর আয়াতের মাধ্যমে বর্ণিত ও পরিস্ফুটিত হয়ে উঠেছে। এই ভাবে বিভিন্ন সূরার সমন্বয়ে পরিবর্ধিত আকারে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয়াবলী এবং এই প্রক্রিয়া পরিব্যাপ্ত রয়েছে সমগ্র কুরআনব্যাপী বিভিন্ন আয়াত বা বাক্যাবলীর মধ্যে, বিভিন্ন সূরা বা অধ্যায়ের মধ্যে এবং বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত সূরার মধ্যেও। পারস্পরিক সুসঙ্গত এবং যুক্তিপূর্ণ বিন্যাস-ধারার অবস্থিতি পবিত্র কুরআনের অর্থোপলব্ধির জন্য খুবই প্রয়োজন। অনুরূপভাবে পবিত্র কুরআনের এক আয়াত দ্বারা অন্য সূরা বা অন্য আয়াতে প্রকাশিত বিষয়ের ব্যাখ্যাও করা যায়। অর্থাৎ কুরআন দ্বারাই কুরআনের তফসীর হতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ হযরত মির্যা সাহেব (আঃ) পবিত্র কুরআন, সুন্নাহ ও হাদীসের পারস্পরিক সম্পর্কের সঠিক রূপরেখা পেশ করেন। তিনি ঘোষণা করেন যে, (১) পবিত্র কুরআনের বর্ণিত বিষয়াবলীর তুলনায় হাদীসের বিষয়াবলী ব্যাখ্যামূলক অর্থে প্রযোজ্য এবং যদি কোন হাদীস এরূপ হয় যে, উহা পবিত্র কুরআনের শিক্ষার বিরোধী তা'হলে সেই হাদীস সর্বোতোভাবে পরিত্যাজ্য (কেননা পবিত্র কুরআনের সংরক্ষণ পদ্ধতি এবং হাদীসের সংরক্ষণ পদ্ধতি সমপর্যায়ভুক্ত ছিল না); (২) পবিত্র কুরআনের শিক্ষার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং সমর্থন বিশিষ্ট হাদীসের বর্ণনা সমূহ খুবই মূল্যবান সম্পদ এবং এগুলির যথার্থ গুরুত্ব রয়েছে; (৩) পবিত্র কুরআনের নির্ভরযোগ্য বিষয়াবলী হলো 'সুন্নাহ' যা হলো রাসূলে করীম হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর প্রাত্যহিক জীবনের দৃষ্টান্তসমূহ (হাদীসের সংকলনের পূর্ব হতেই বংশ-পরাম্পরায় সুশৃংখলভাবে এবং বিরতিহীনভাবে অনুকরণের মাধ্যমে এগুলো অনুশীলিত হয়ে এসেছে)।

তৃতীয়তঃ তিনি ঘোষণা করেন যে, পবিত্র কুরআনের শব্দগুলো হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর নিজস্ব শব্দ ছিল না, বরং ঐগুলো আল্লাহ্‌তা'লার কাছ থেকে প্রাপ্ত ওহী বা প্রত্যাদেশ বাণী ছিল। ওহী-ইলহাম সম্বন্ধে যাদের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাদের পক্ষে বিষয়টি সন্দেহাতীত ভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে কোনই অসুবিধা হতে পারে না। সুতরাং পবিত্র কুরআনের 'কালামুল্লাহ' হওয়া তথা উহার ঐশী-উৎস সম্বন্ধে আশ্চর্য হওয়ার কোন কারণ নেই।

চতুর্থতঃ পবিত্র কুরআনের অনুবাদ সম্পর্কে তিনি ঘোষণা করেন যে, আরবী ভাষায় জ্ঞানহীন ব্যক্তিদের কাছে এই পবিত্র গ্রন্থের অন্তর্নিহিত শিক্ষা উপস্থাপন করার জন্য অনুবাদের আবশ্যকতা রয়েছে, তবে অনুবাদের পাশাপাশি আরবীতে 'টেক্‌ষ্ট' থাকতে হবে এবং যতদূর সম্ভব আরবী শব্দাবলী সম্পর্কে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন।

পঞ্চমতঃ পবিত্র কুরআনের সঠিক অর্থোপলব্ধির জন্য তিনি বিশেষভাবে একটি অতীব গুরুত্বপুর্ণ বিষয়ের দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি বলেন যে, নিষ্কলুষ এবং পরিচ্ছন্ন মন নিয়ে পবিত্র কুরআনের অর্থোপলব্ধির চেষ্টা করা আবশ্যক। কেননা কুরআন করীমে আল্লাহ্‌তা'লা বলেছেন: 'লা ইয়ামুস্‌সুহু ইল্লাল মুতাহ্‌হারুন (পবিত্র-চিত্ত ব্যক্তিরা ব্যতীত ইহাকে কেহই স্পর্শ করতে পারে না: সূরা ওয়াকিয়া-৮০)। প্রকৃতপক্ষে স্পর্শ করার দ্বারা পবিত্র কুরআনের অন্তর্নিহিত অর্থোপলব্ধির প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

ষষ্ঠতঃ হযরত মির্যা সাহেব ইস্রায়েল জাতি সংক্রান্ত পবিত্র কুরআনে বর্ণিত বিষয়াবলী সম্বন্ধে বলেন যে, পুর্বাপর পর্যালোচনা না করে, হিব্রু নবীদের কাহিনীগুলোতে বাড়াবাড়ি করার প্রয়াস খুবই ভ্রান্তিপুর্ণ ছিল। মূলতঃ এই সকল ঘটনার উল্লেখের পশ্চাতে মুসলিম জাহানের জন্য সতর্কতামূলক ভবিষ্যদ্বাণী অথবা আশাব্যঞ্জক সুসংবাদ নিহিত রয়েছে। এই সকল কাহিনীর মাধ্যমে হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর জীবনের আসন্ন ঘটনাবলী অথবা ইসলামী ইতিহাসের অন্যান্য ঘটনাবলী সংক্রান্ত অনন্য সাধারণ ভবিষ্যদ্বাণী প্রকাশিত হয়েছে।

সপ্তমতঃ হযরত মির্যা সাহেব আঃ আরো একটি গুরুত্বপুর্ণ বিষয়ে আলোকপাত করেন। সাধারণভাবে মুসলমানদের মধ্যে এরূপ একটি বিশ্বাস গভীরভাবে বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল যে, আল্লাহ্‌তা'লা পূর্বের ন্যায় এখন আর মানুষের সঙ্গে কোন কথা বলেন না। তিনি এই ধারণাটির খণ্ডন করেন এবং পুণঃ পুণঃ ইহার অযৌক্তিকতা প্রদর্শন করেন। তিনি বলেন যে, ঐশী গুনাবলীর বিকাশের ধারা বন্ধ হয় নাই এবং আল্লাহ্‌তা'লার অন্যান্য গুণাবলীর (দেখা, শ্রবণ করা ইত্যাদির) ন্যায় তাঁর কথা বলার গুণাবলীও ("সিফাতে তাকাল্লুম") পূর্বের ন্যায় এখনও বিদ্যমান রয়েছে। তিনি উল্লেখ করেন যে, পূর্ণাঙ্গ শরীয়ত সম্বলিত পবিত্র কুরআনের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর নতুন বিধি-ব্যবস্থা বা নতুন ধর্মের প্রবর্তনমূলক ওহী-ইলহাম বন্ধ হয়ে গিয়েছে; কিন্তু খোদাতায়ালা শুধুমাত্র এই ধরণের (অর্থাৎ নতুন শরীয়ত সংক্রান্ত) বিষয়েই মানুষের সঙ্গে কথাবার্তা বলেন না, কেননা শরীয়তমূলক ওহী-ইলহাম পবিত্র কুরআনের মধ্যেই পূর্ণতা লাভ করেছে। কিন্তু অন্যান্য বিষয়, যেমন খোদাতায়ালার অস্তিত্বের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতামূলক সুনিশ্চিত প্রমাণ, কোন বিষয় সম্বন্ধে তাঁর অনুমোদন, তাঁর অনুকম্পা প্রদর্শন, ইত্যাদি বিষয় সম্বন্ধে আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁর প্রিয় বান্দাদের ওহী-ইলহামের সৌভাগ্য দান করতে পারেন (সূরা বাকারা: ১৮৭, হা-মীম-সেজদা: ৩১)। এরূপ বাক্যালাপ দ্বারা পবিত্র কুরআনের কোন বিধি-নিষেধকে কখনই লঙ্ঘন করা হয় না বরং পবিত্র কুরআনের শিক্ষানুসরণ করেই এই সৌভাগ্য লাভ করা সম্ভব। এইভাবে যখন কেহ আল্লাহ্‌তায়ালার পথে অক্লান্ত প্রচেষ্টারত থাকে এবং খোদাতায়ালার সঙ্গে নিজ অভিজ্ঞতামূলক সম্পর্ক স্থাপন করতে প্রয়াসী হয়, তখন আল্লাহতায়ালার করুনা-সিন্ধু উদ্বেলিত হয়ে উঠে এবং তিনি তাঁর প্রিয় বান্দার নিকট সুমধুর আওয়াজের মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশিত করেন।

(চ) নবী-রাসূল সম্পর্কিত কতকগুলো ভ্রান্ত ধারনার অপনোদনের উদ্দেশ্যে প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) বজ্রদীপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন যে,

হযরত আদম (আঃ) হতে শুরু করে হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) পর্যন্ত আগমনকারী প্রত্যেক নবী ঐশী নির্দেশে মানুষকে সুশিক্ষা দেওয়ার জন্য এবং সৎপথে পরিচালিত করার জন্য সদুপদেশ এবং নিজ জীবনের দৃষ্টান্তের মাধ্যমে প্রচার কার্য সম্পন্ন করেছেন। প্রত্যেক নবীই নিষ্পাপ (মাসুম), নির্মল এবং পবিত্র চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। বিশেষতঃ খাতা-মান্‌নাবীয়ীন হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) সম্পর্কেও কোন কোন তফসীরকারক পণ্ডিত এবং কোন কোন অমুসলিম লেখক যে সকল অবমাননাকর ঘটনার উল্লেখ করেছেন সেগুলোর অসারতা এবং ভিত্তিহীনতা সম্পর্কে হযরত মির্যা সাহেব দাঁতভাঙ্গা জবাব প্রদান করেছেন এবং বিশ্বব্যাপী চ্যালেঞ্জ প্রদান করেছেন। খৃষ্টীয় সাহিত্য এবং প্রচার পদ্ধতির অন্যতম উদ্দেশ্য এটাই যে, তাদের ধারনা অনুসারে যীশুকে অন্যতম 'ঈশ্বর' হিসেবে সপ্রমাণ করতে হলে তাঁকে অবশ্যই নিষ্পাপ সাব্যস্ত করতে হবে এবং এজন্য অন্যান্য নবীদেরকে কোন না কোনভাবে ত্রুটিযুক্ত হিসেবে প্রমাণ করতে পারলে অধিকতর সুবিধা। ইসলামের প্রথম যুগে কোন কোন নবদীক্ষিত ব্যক্তিদের মাধ্যমে অথবা আরো নানাবিধ কারণে নবী-রাসূল সম্পর্কে নানা ধরনের কেচ্ছাকাহিনী জন-সমাজে প্রচারিত হয়ে আসছে কিন্তু কালক্রমে নবী-রাসূলদের জীবনের ঘটনাবলী সম্পর্কে সত্যিকার বর্ণনা এবং প্রচলিত গল্প-কাহিনীর মধ্যস্থিত আবরণ লোক-চক্ষুর অন্তরালে হারিয়ে যেতে থাকে। ফলতঃ নবী-রাসূলগণ সম্পর্কে নানা প্রকার ভিত্তিহীন ধ্যান-ধারনা সমাজে অত্যন্ত দুঃখজনকভাবে অনুপ্রবেশ লাভ করেছে।

আহমদীয়া জামায়াতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা সাহেব (আঃ) সকল দোষ-ত্রুটিযুক্ত খাদ থেকে প্রকৃত বর্ণনাকে পৃথক করলেন এবং আজ বিশ্বব্যাপী আহমদীয়া জামায়াত সকল নবী-রাসূলসহ খাতামান্‌নাবীয়ীন হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর চারিত্রিক নিষ্কলুষতা এবং বিশুদ্ধতার মহান শিক্ষা সম্প্রসারিত করে চলেছেন। এই জামায়াতের মাধ্যমে প্রচারিত পুস্তকাবলী, পত্রিকা এবং মিশনারী ব্যবস্থার মাধ্যমে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার আলোকে আহমদীয়া জামায়াত বিশ্বব্যাপী প্রচার করে চলেছে যে, (ক) সকল নবীই মানুষ ছিলেন এবং কেহই ঈশ্বর বা ঈশ্বর-পুত্র ছিলেন না ; (খ) সকল নবীই নিষ্পাপ এবং নিষ্কলুষ ছিলেন, কেহই কখনও মিথ্যা বলেন নাই এবং অনিয়ম বা বিধি-বহির্ভূত কাজ করেন নাই, (গ) হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর জন্ম, মক্কী ও মাদানী জীবনের ঘটনাবলী, তাঁর ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবনের ঘটনাবলী, তাঁর ওফাত এবং অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে এবং সকল বিষয়ে সামান্যতম অপবিত্রতা অথবা গর্হিত কার্য সম্পাদনের লেশমাত্র প্রমাণও কেহ দিতে পারবে না। অকাট্য এবং অখণ্ডনীয় যুক্তি-প্রমাণের ভিত্তিতে হযরত মির্যা সাহেব (আঃ) এই সকল বিষয় সুস্পষ্ট রূপে উপস্থাপন করেছেন।

(ছ) ইসলামী আকায়েদের অন্যতম মূল-বিষয় পরকাল। পরকাল সম্পর্কেও নানা রকম ভ্রান্ত-ধারণার অপনোদন করে প্রকৃত ইসলামী শিক্ষার স্বরূপ উদঘাটন করেছেন হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)। প্রথমতঃ দেখা যায় যে, বহুলোক পরকালের উপর সত্যিকার অর্থে বিশ্বাস

রাখে না। দ্বিতীয়তঃ যারা বিশ্বাস করে তারাও নানা প্রকার বিস্ময়কর ধ্যান-পারণা পোষণ করে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ, একটি প্রচলিত ধারণা হলো এই যে, বেহেস্ত সর্বপ্রকার দৈহিক সুখ-সম্ভোগ, মদ-নারী-ইত্যাদির অফুরন্ত আরাম-আয়াশের জায়গা। অনুরূপভাবে দোযখ সম্পর্কে সাধারণ ধারণা এই যে, ইহা পাপীদের জন্য স্থায়ী আবাসস্থল। এই সকল ভ্রান্ত ধারণা খণ্ডন করে পবিত্র কুরআন এবং হাদীসের শিক্ষার আলোকে হযরত মির্যা সাহেব (আঃ) ঘোষণা করলেন যে, ইহজীবনই মানবজীবনের পরিসমাপ্তি নয় এবং মৃত্যুর পর এক মহা-জীবন অপেক্ষমান রয়েছে। তিনি বললেন যে, আল্লাহতায়ালার 'ইবাদত' করার উদ্দেশ্যেই মানবের সৃষ্টি (সূরা যারিয়াত : ৫৭) এবং সেই ঐশী উদ্দেশ্যের জন্য পার্থিব জীবন একটি মহাপর্যায় এবং পারলৌকিক জীবন আর একটি মহাপর্যায় (প্রত্যেক ক্ষেত্রে বহু ছোট ছোট পর্যায় রয়েছে) এবং এই কারণে ইহলৌকিক দেহ এবং পারলৌকিক অস্তিত্ব ভিন্নতর হওয়াই স্বাভাবিক। ফলতঃ ইহলৌকিক ধ্যান-ধারণা প্রসূত দৈহিক ভোগ-বিলাসের ধারণা মানব সৃষ্টির মুল উদ্দেশ্যের সঙ্গে সমাঞ্জস্যহীন। তেমনিভাবে দোযখের শাস্তিও একদিন শেষ হয়ে যাবে, কেননা আল্লাহতায়ালার করুণা সকল জিনিষকে ঘিরে রয়েছে। পাপের পরিমাণ ও প্রকৃতি অনুযায়ী শাস্তিভোগের পর এমন একটি সময় আসবে যখন দোযখ হতে মানুষকে বাহিরে আনা হবে। পক্ষান্তরে বেহেস্তের পুরস্কার হবে সীমা-পরিসীমাহীন (সূরা তীন : ৭)। মির্যা সাহেব (আঃ) ঘোষণা করেন যে, বেহেস্ত শুধুমাত্র রূপক বিষয় নয় অথবা দৈহিক ভোগ বিলাসেরও জায়গা নয়। পরকালে আধ্যাত্মিক জীবনের নবতর বিকাশ ঘটতে থাকবে যা ক্রমাগতভাবে গভীরতর হতে থাকবে।

সংক্ষেপে এই কথাই বলা যায় যে, প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) চিন্তাশীল মুসলমানদের জন্য ইসলামী আকীদাগুলোকে সকল প্রকার কুসংস্কার, বিভ্রান্তির জট-জাল থেকে মুক্ত করে সুষ্ঠুভাবে পুনর্গঠিত করেছেন। তার ফলে অনেক মুসলিম এবং অমুসলিমগণও ইসলামের মহাজ্যোতির্ময় আলোকপ্রভাব দেখে আকৃষ্ট হয়েছেন। এইভাবে তিনি ইসলাম তথা কুরআনী শিক্ষার প্রকৃত 'আযমত' (মাহাত্ম্য) এবং 'হকীকত' পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। (বিস্তারিত জানার জন্য হযরত মসিহ মাওউদ আঃ প্রণীত পুস্তকাবলী, হযরত খলিফাতুল মসিহ সানী (রাঃ) প্রণীত 'দাওয়াতুল আমীর' ও 'তফসিরে কবীর' দ্রষ্টব্য)।

(ক্রমশঃ)

—মুহাম্মদ খলিলুর রহমান

"তোমরা যদি চাহ যে স্বর্গে ফিরিশ্‌তাগণও তোমাদের প্রশংসা করুক তবে তোমরা প্রহার ভোগ করিয়াও সদানন্দ রহিবে, কুবাক্য শুনিয়াও কৃতজ্ঞ রহিবে, নিজেদের ইচ্ছার বিফলতা দেখিয়াও আল্লাহর সহিত তোমাদের সম্বন্ধ বিচ্ছেদ করিবে না। তোমরাই আল্লাহতায়ালার শেষ ধর্মমণ্ডলী। সুতরাং পুণ্যকর্মের এমন দৃষ্টান্ত দেখাও, যাহা হইতে উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত হওয়া আর সম্ভব নয়।" (কিশতিয়ে-নূহ)—হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)

সুলতানুল কলম হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ)-এর গ্রন্থ-পরিচিতি

"অসীর কর্ম আমি মসীতেই সাধিয়াছি।" —'দুররে সামীন'

[সাম্প্রতিক কালে বিশেষ একটি মহল কাতপয় পত্রিকায় আখেরী জামানার প্রতিশ্রুত মহাপুরুষ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ)-এর রচিত গ্রন্থাবলী থেকে 'কাট-ছাঁট' করে উদ্ধৃতি দিয়ে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করার অপপ্রয়াস চালাচ্ছে।

অতএব, আমরা সভ্য-জগতের হাতিয়ার 'কলম' হস্তে প্রেরিত সুলতানুল কলম হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) রচিত গ্রন্থাবলীর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি পাঠকগণের জ্ঞাতার্থে পেশ করছি। আশা করি, পাঠকবর্গ এই পরিচিতি পাঠে লিখনি-সম্রাটের 'ক্ষুরধার লিখনি' ইসলামের পুনঃ প্রতিষ্ঠায় কতখানি কার্যকর অবদান রেখেছে তাহা হৃদয়ঙ্গমে সক্ষম হবেন।]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর—২১)

(৩৯) আল-বালাগ (বার্তা-সমর্পণ)

'আল-বালাগ' গ্রন্থটির অপর নাম 'ফরিয়াদ-ই-দর্দ' অর্থাৎ ব্যথাহতের ফরিয়াদ। ডঃ আহমদ শাহ নামীয় এক খৃষ্টান পণ্ডিত 'উম্মাহাতুল মুমেনীন' বইয়ে উম্মুল মুমেনীনগণের নিস্কলঙ্ক চরিত্রকে অশালীন পন্থায় বর্ণনা করে। বস্তুতঃপক্ষে পূর্ববর্তী গ্রন্থ 'কিতাবুল বারিয়্যা'র ন্যায় এ গ্রন্থেও হযরত আহমদ (আঃ)-এর জন্য তা যে অবর্ণনীয় দুঃখ-যাতনার কারণ হয়; উহারই অভিব্যক্তি ঘটেছে। নবী করীম (সাঃ)-এর পবিত্র স্ত্রীগণ যারা, মুমেনগণের মাতৃতুল্য তাদের প্রতি অসম্মান প্রদর্শনকারী এই গ্রন্থ মুসলমানগণের হৃদয়কে ক্ষতবিক্ষত ও জর্জরিত করেছিল। যন্ত্রণাক্লিষ্ট মুসলমানগণের অন্তর্জ্বালার বহ্নি বিভিন্নভাবে প্রকাশিত হতে লাগল। বিভিন্ন পত্রিকায় নানাবিধ মত প্রচারিত হতে থাকল। যেহেতু ইসলামের মান-মর্যাদা সুরক্ষিত ও সুদৃঢ় রাখার ক্ষেত্রে হযরত আহমদ (আঃ) অতন্দ্র ভূমিকা পালন করছিলেন, দল-মত নির্বিশেষে প্রত্যেক পবিত্র হৃদয় সম্পন্ন মুসলমানের অন্তরাত্মা উহারই সাক্ষ্য প্রদান করত; তাই বিভিন্ন পত্রিকার মাধ্যমে বহু মুসলমান উম্মুল-মুমেনীনগণের প্রতি অবমাননাকর এই বিষয়টির সুরাহার জন্য হযরত আহমদ (আঃ)-কে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানায়। কেহ কেহ সরকারকে খ্রীষ্টান ডঃ শাহের লিখা উম্মাহাতুল মুমেনীন বইটি নিষিদ্ধ ঘোষণার দাবী জানিয়ে স্মারকপত্র পাঠাল। কলম-যুদ্ধের মহান সেনানায়ক হযরত আহমদ (আঃ) উক্ত বইটির নিষিদ্ধ ঘোষণাকে যথাযথ প্রতিকার জ্ঞান করলেন না, কেননা ইহাতে প্রকারান্তের উত্থাপিত অপবাদগুলিকে স্বীকার করে নিয়ে পরোক্ষভাবে পরাজয়কেই মেনে নেয়া হয়। অতএব, তিনি অভিমত প্রকাশ করেন যে, হযরত রাসূলে করীম (সাঃ)-এর চারিত্রিক মাধুর্য্যের প্রতি অবমাননাকর এই ধরণের পুস্তক প্রকাশনা দ্বারা বিরুদ্ধবাদীরা তাঁর (সাঃ) সম্পর্কে নিজেদের অজ্ঞতাকেই প্রকটরূপে তুলে ধরেছে। সেই সাথে তিনি আরও মত ব্যক্ত করেন যে, লিখনীর মাধ্যমে এই হামলার মোকাবেলায় প্রত্যেকেই অগ্রসর হোক; এমনটি আশা করা অনুচিত হবে। কেননা, এই মোকাবেলায় অবতীর্ণকারীর জন্য কয়েকটি সুনির্দিষ্ট গুণা-

বলী অপরিহার্য। অতঃপর তিনি ঐ সকল গুণাবলীকে নিম্নরূপে চিহ্নিত করেছেন :

(ক) আরবী ভাষায় তাঁকে যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি সম্পন্ন পাণ্ডিত্যের অধিকারী হতে হবে ; যাতে এমন কোন্ শব্দ ; যার প্রয়োগ, অর্থ ও ব্যাখ্যা বিতর্কের সূত্রপাত ঘটায় ; উক্ত শব্দের প্রয়োগ, অর্থ ও ব্যাখ্যার যথার্থতা সুনিরূপনে তিনি সিদ্ধহস্ত হবেন এবং বিরুদ্ধবাদীদের উত্থাপিত আপত্তির খণ্ডন করে তাদের নির্বাক করে দিবেন।

(খ) তিনি তফসীর, আইন ও যুক্তি বিজ্ঞানের কেবলমাত্র কতিপয় পুস্তক পাঠকারীই হবেন না ; বরং জ্ঞান-অনুসন্ধিৎসার প্রাবল্যে এবং গবেষণায় স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে তিনি আল্লাহ্-তায়ালা কর্তৃক বিশেষ রূপে অনুগৃহীতও হবেন।

(গ) জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা—যেমন প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, চিকিৎসা শাস্ত্র, প্রাকৃতিক বস্তু সমূহের গুণাগুণ এবং ভৌগলিক জ্ঞান ইত্যাকার বিষয়েও তাঁকে সবিশেষ দক্ষ হতে হবে, যাতে আরোপিত নিজ যুক্তির স্বপক্ষে তিনি জ্ঞান-বিজ্ঞানের ঐ সকল শাখা থেকে উপমা ও উদ্ধৃতি পেশ করতে পারেন।

(ঘ) তাঁর হিব্রু ভাষাও জানা উচিত, যাতে বাইবেলে বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণীর বলিষ্ঠ উপস্থাপনা সম্ভব হয়। আরবী ভাষার একজন পণ্ডিতের জন্য হিব্রু ভাষা শিক্ষা করা সহজতরও বটে।

(ঙ) মোকাবেলায় অবতীর্ণকারী এমন তাক্বওয়াশীল ব্যক্তিত্বের অধিকারী হবেন যে, তিনি খোদা-ভীতি, সততা ও বিশ্বস্ততায় এবং আল্লাহ্‌তায়ালার প্রেমে বিভোর থাকবেন। তিনি হবেন খুবই উন্নত নৈতিকতায় প্রতিষ্ঠিত ও পবিত্র-অন্তঃকরণে পরিমার্জিত।

(চ) ইতিহাসেও তাঁর বিশেষ দখল থাকা উচিত ; কেননা কোন কোন সময় ধর্মীয় আলোচনায় ইতিহাস সম্পর্কিত জ্ঞান অত্যন্ত ফলপ্রসূ সাহায্য দান করে।

(ছ) তর্কশাস্ত্রের জ্ঞানও তাঁর জন্য গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক শক্তি। এজন্য যে, তর্ক-যুদ্ধে অবতীর্ণকারীর জন্য মোকাবেলার পদ্ধতি অবগত থাকা জরুরী বলে বিবেচিত হয়ে থাকে।

(জ) মোকাবেলাকারীর সাথে পর্যাপ্ত সংখ্যক এমন পুস্তক-পুস্তিকা থাকা চাই ; যেগুলি প্রামাণিক দলীলরূপে স্বীকৃত এবং যার মুল্যবান উদ্ধৃতি প্রদর্শনে প্রতিপক্ষের প্রতীতি জন্মায়।

(ঝ) ধর্মের সেবায় তাঁর স্বীয় জীবন উৎসর্গকারী হওয়া উচিত এবং এতে করে তাঁর প্রচুর সময় ও সুযোগের সৃষ্টি হবে ; যাতে তিনি প্রতিপক্ষের মোকাবেলায় নিজেকে সুসজ্জিত করতে সক্ষম হবেন।

(ঞ) তাঁকে মোজেজা প্রদর্শনের ঐশী ক্ষমতা সম্পন্ন হতে হবে ; যাতে তর্ক-যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে নিদর্শন প্রদর্শনের সাথে তিনি আপন দায়িত্ব সুচারুরূপে সম্পন্ন করে বিজয়ের গৌরবে ভূষিত হন।

অন্যদের প্রতি অশালীন ভাষা প্রয়োগে তিনি উদ্যোগী ভূমিকা নিয়েছেন বলে হযরত আহমদ (আঃ)-এর উপর যে মিথ্যা অপবাদ আরোপিত হয়ে থাকে আলোচ্য গ্রন্থ 'আল-

বালাগ'—এ হযরত আহমদ (আঃ) উহার যথোপযুক্ত জবাব দান করেছেন। জনসাধারণ্যে এর সত্যতা প্রকাশার্থে তিনি তাঁর রচিত কতিপয় গ্রন্থের উদ্ধৃতিও দান করেন; বিশেষতঃ ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর প্রথম গ্রন্থ 'বারাহীনে আহমদীয়া'র পূর্বেও খৃষ্ট ধর্মাবলম্বী পাদ্রী ইমাদুদ্দীন এবং হিন্দু ধর্মাবলম্বী ইন্দ্রমন মুরাদাবাদী ইসলামের প্রতি নোংরামীপূর্ণ ভাষা প্রয়োগ করে পুস্তকাদি প্রকাশ করে। এতদপ্রসঙ্গে তিনি (আঃ) 'সত্য-পথ প্রকাশ' এর উল্লেখও করেন; যা জঘন্য পন্থায় ঘৃণা-বিদ্বেষ ছড়ানোর কাজে নিয়োজিত ছিল। তিনি পূর্ব প্রকাশিত কতিপয় খৃষ্টান সাহিত্যের বিশদ উদ্ধৃতি প্রদর্শনের মাধ্যমে অকাট্য যুক্তি-পূর্ণ প্রমাণ দ্বারা ইহা সাব্যস্ত করেন যে, ঘৃণা-বিদ্বেষের বিষ-বাষ্প ছড়িয়ে জিঘাংসা উদ্দীপক লিখা প্রকাশের নোংরামী আচরণে বহুকাল পূর্ব হ'তেই তাঁর বিরুদ্ধবাদীরা বিশেষ পারদর্শিতা দেখিয়ে আসছে।

আলোচ্য গ্রন্থে ইসলামের প্রতি মুসলমানগণের আত্মিক সম্বন্ধ কায়েমের বাসনায় তিনি নিম্নরূপ ভাষায় উদাত্ত আহ্বানও জানিয়েছেন:

"অকুতোভয়ে আমাকে বলতে হচ্ছে যে, এখন কেবলমাত্র এমন ব্যক্তিকেই প্রকৃত মুসলমানরূপে আখ্যায়িত করা যায়, যার মাঝে ইসলামের জন্য কিছু না কিছু মহব্বত পরিদৃষ্ট হয়। অন্তঃকরণের কঠোরতার কারণে যে ইহা (ইসলাম) থেকে বিমুখ হয় না বা ইহা সম্পর্কে ভ্রুক্ষেপহীন নির্লিপ্ততায় নিমজ্জিত হয়ে অপ্রাসঙ্গিক ও অমননশীল চিন্তায় নিজকে আচ্ছন্ন করে না। হে শক্তিমান পুরুষগণ, আসুন! এক জবাব প্রস্তুত করা হোক। বারংবার এরূপ আহ্বান জানাতে আমি লজ্জা বোধ করছি। হে জাতির উজ্জ্বল নক্ষত্রগণ! হে শ্রদ্ধাভাজন ভদ্রমহোদয়গণ!! আল্লাহ আপনাদের জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলিত করুন। আল্লাহ আপনাদের জ্ঞান চক্ষু উন্মীলিত করুন। আল্লাহর ওয়াস্তে এই নাজুক বিষয়ের প্রতি কর্ণপাত করুন।"

হযরত আহমদ (আঃ) আবেগময় ভাষায় তাঁর এই আহ্বানটিকে আলোচ্য গ্রন্থে আরবী ভাষাতেও লিপিবদ্ধ করেছেন।

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে রচিত এই গ্রন্থটি হযরত আহমদ (আঃ)-এর জীবদ্দশায় পুস্তকাকারে প্রকাশিত না হলেও ১৯২২ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত হয়ে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়।

(৪০) জরুরতুল ইমাম (ইমামের আবশ্যকতা)

হযরত আহমদ (আঃ) যে মহামূল্য হাদীসে-নববী (সাঃ)-এর উদ্ধৃতি দ্বারা এই গ্রন্থটির সূচনা করেছেন, উহাতে বলা হয়েছে যে, 'যদি কোন ব্যক্তি জামানার ইমামকে সনাক্ত না করে মৃত্যুবরণ করে তবে তাঁর মৃত্যু জাহেলিয়্যাতের (অজ্ঞের) মৃত্যু হয়ে থাকে।' জামানার ইমামের অন্বেষণে ধাবমান হয়ে তাঁকে সনাক্ত করতে প্রচেষ্টারত হওয়ার জন্য একজন মুত্তাকীর কাছে এই একটি হাদীসই যথেষ্ট।

উল্লিখিত হাদীসে বর্ণিত 'ইমাম' শব্দটি দ্বারা এমন প্রত্যেক ব্যক্তিকেই বুঝানো হয় না, যারা কাশ্‌ফ (সত্য-স্বপ্ন), রুইয়া (দিব্য-দর্শন) বা ওহী-ইলহাম লাভের সৌভাগ্যে ধন্য

হয়েছেন। ইমামতের সৌভাগ্য আল্লাহ্‌তায়ালা প্রদত্ত এক অনবদ্য ও অনুপম কৃপা ; যাকে ইহা প্রদান করা হয়, তাঁর নাম স্বর্গীয় রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ হয়ে যায়। যে সকল মহান মর্যাদাকর গুণাবলী ইমামের জন্য অত্যাবশ্যকীয়, তা নিম্নরূপ ;

(ক) তাঁকে মহান চারিত্রিক গুণরাজীর ধারক ও বাহক হতে হবে। যেহেতু ইমামকে নিম্ন নৈতিক মানের এবং বিচিত্র মন-মানসিকতার ব্যক্তিবর্গের সঠিক পথ-নির্দেশনায় নেতৃত্ব দান করতে হয় তাই তাঁর জন্য উন্নততর নৈতিক চরিত্রে বলীয়ান হওয়া নেহায়েত জরুরী। তাঁকে অত্যন্ত সহনশীলও হতে হয় যেন অজ্ঞতাপূর্ণ শত উত্যক্ততায়ও তাঁর সহিষ্ণুতার দেয়াল ধ্বসে না পড়ে।

(খ) ইমামের জন্য নেতৃত্বের দক্ষতা অত্যাবশ্যকীয়। এই দক্ষতার পথে তাঁকে আল্লাহ্‌তায়ালার হেদায়াতের রাস্তায় ক্রমঃ অগ্রসরমান হয়ে, আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনে তাঁরই প্রেমে বিভোর হতে হয়। 'তাক্‌ওয়া'র মাধ্যমে আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের অনুভবের প্রকাশ, সে তাঁর প্রতিটি শিরা-উপশিরায় অনুধাবন করতে শুরু করে।

(গ) তাঁকে অগাধ জ্ঞানের অধিকারী হতে হয়। কেননা নেতৃত্বের এই দাবী থাকে যে, প্রগতির সকল পথের দিক-নির্দেশনা তাঁকে করতে হবে। অতএব সর্বদা বিগলিত দোয়ার দ্বারা সর্ব-জ্ঞানের আধার মহান আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট আপন জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য সে তাঁরই সাহায্য যাচনায় নিয়োজিত থাকবে।

(ঘ) ইমামকে দৃঢ় মনোবলের অধিকারী হতে হয়। সে কখনও হতাশাগ্রস্ত বা অবসাদগ্রস্ত হবে না। অথবা সে নিজ দায়িত্ব পালনে শৈথিল্যও প্রদর্শন করবে না।

(ঙ) সে সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌র নিকট আত্ম-সমর্পনকারী এবং তাঁরই সাহায্যের মুখাপেক্ষী। সে আল্লাহ্‌র উপরই পরিপূর্ণ রূপে আস্থা রাখে এবং আল্লাহ্‌'তে নির্ভরশীলতায় সে এত দৃঢ় ঈমান রাখে যে, আল্লাহ্‌র নিকট সাহায্য যাচনা করে সে কোন অবস্থাতেই বিফল মনোরথ হবে না বরং নিশ্চিতরূপে আল্লাহ্‌র সাহায্যের কৃপাবারি বর্ষিত হবে ; দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে সে উহা প্রত্যক্ষও করবে।

(চ) ইমাম এমন হবে যে, তাঁকে আল্লাহ্‌তায়ালা 'সত্য-স্বপ্ন' এবং 'ওহী-ইলহাম' দ্বারা আশিসমণ্ডিত করবেন। ইমামের আধ্যাত্মিক জ্ঞানের উৎকর্ষতার উৎসও মূলতঃ 'ওহী-ইলহাম'-ই।

ইমামের আবশ্যকীয় উল্লিখিত বৈশিষ্টের উদ্ধৃতিদানের পর হযরত আহমদ (আঃ) নিজকে 'জামানার ইমাম' বলে ঘোষণা করেন। এবং দৃঢ়তার সাথে দাবী করেন, আল্লাহ্‌-তায়ালার ফযলে তাঁরই মধ্যে ঐ সকল গুণাবলীর সমাবেশ রয়েছে।

হযরত আহমদ (আঃ) রচিত এই 'জরুরতুল ইমাম' গ্রন্থটিতে জনৈক মৌলবী আবদুল করিম সাহেবের এক পত্রের উদ্ধৃতিও রয়েছে এবং সেই সাথে আয়কর আরোপ সংক্রান্ত বিবরণ ও তদ্বিষয়ে আল্লাহ্‌তায়ালা প্রদত্ত তাৎপর্যপূর্ণ ঐশী নিদর্শনের উল্লেখও তিনি ইহাতে করেছেন। উর্দু ভাষায় লিখিত এই গ্রন্থটির মাঝে মাঝে ফার্সী কবিতার চরণও রয়েছে। ইং ১৮৯৮ সনের অক্টোবর মাসে হযরত আহমদ (আঃ)-এর রচিত 'জরুরতুল ইমাম' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়।

(ক্রমশঃ)

[Introducing the books of the Promised Messiah (P) - অবলম্বনে লিখিত]

—মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ

ফযিলতে রমজানুল মোবারক সম্পর্কে কতিপয়য় জ্ঞাতব্য বিষয়

প্রিয় ভ্রাতা,

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু!

আশা করি, আল্লাহ্তায়ালার ফযলে কুশলেই আছেন। পবিত্র রমজান ইনশাঅল্লাহ শীঘ্রই শুরু হইবে। এই মাস ইবাদত বন্দেগীর, বিশেষ করিয়া নফল ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহ্-তায়ালার ফযল রহমত ও নৈকট্য লাভের এক বিরাট সুযোগ বহণ করিয়া আনে। আল্লাহ্-তায়ালার নিকট দোওয়া করি তিনি যেন প্রত্যেক ভ্রাতা ও ভগ্নিকে এই পবিত্র মাসে অধিক হইতে অধিকতর ফায়েদা হাসিলের তৌফিক দান করেন। কুরআন শরীফ ও হাদীসের নির্দেশাবলীর আলোকে এই মাসে অধিক পরিমাণে সদকা ও খয়রাত করা প্রয়োজন। হযরত রাসূল করীম (সাঃ)-এর মহান আদর্শ আমাদের সম্মুখে রহিয়াছে। তিনি মাহে রমজানে ঝড় তুফানের চেয়েও বেশী প্রবল গতিতে সদকা-খয়রাত করিতেন।

এই মোবারক মাসে যাহাতে কুরআন শরীফের দরস বাকায়দা দেওয়া হয়,, সেই জন্য মুরুব্বী ও মোয়াল্লেম সাহেবান যেন তাদের নিজ নিজ জামাতে দরসের ব্যবস্থা করেন এবং প্রেসিডেন্ট সাহেবান তাহাদের সাহায্য করিবেন। যে জামাতে কোন মুরুব্বী ও মোয়াল্লেম নাই সেই জামাতের প্রেসিডেন্ট সাহেব স্বয়ং অথবা যে কোন একজন কুরআন জানা ভ্রাতা দ্বারা দরস দেওয়ার ব্যবস্থ করিবেন। যদি কোন তফসীর করার মত বা আমাদের জামাতের মূল পুস্তকাদি হইতে দরস দিবার কেহ না থাকে, তাহা হইলে বাংলা পড়া জানা কোন আহমদী ভ্রাতা আহমদী পত্রিকায় প্রকাশিত সূরা ফজর, সূরা শামস, সূরা কদর, সূরা তাকাসোর, সূরা আসর, সূরা হোমাযা, সূরা ফীল, সূরা কুরায়েশ, সূরা মাউন, সূরা কাওসার, সূরা কাফেরূন, সূরা লাহাব, সূরা এখলাস, সূরা ফালাক, সূরা নাস-এর তফসীর এবং পবিত্র কুরআন-এর সূরা ফাতেহার তফসীর যাহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে উহা পাঠ করিবেন। ইহা ছাড়া পবিত্র কুরআনের সূরা বাকারাহ হইতে যে ধারাবাহিক তরজমা আহমদী পত্রিকায় প্রকাশিত হইতেছে উহাও পাঠ করিবেন। ইহা ছাড়া প্রত্যেকে কমপক্ষে দৈনিক এক পারা করিয়া নাযেরা কুরআন পাঠ করিতে সচেষ্ট হইবেন। এই ব্যাপারে কতটুকু বন্দোবস্ত করিয়াছেন, তাহা পত্র দ্বারা অত্র অফিসে আমাকে অবহিত করিবেন।

প্রাপ্ত বয়স্ক সুস্থ ও স্বগৃহে অবস্থিত ভ্রাতা ও ভগ্নি বিনা ব্যতিক্রমে যাহাতে রোজা রাখেন, সেই সম্পর্কে আমীর/প্রেসিডেন্ট/মুরুব্বী/মোয়াল্লেম সাহেব সযত্নে নেগরানী রখিবেন। গ্রামবাসী যাহারা বার্ধক্য বা শারীরিক অসুস্থতার কারণে রোযা রাখিতে অক্ষম, তাহারা মাসিক কমপক্ষে ২২৫/০০ টাকা ফিদিয়া জামাতের ফাণ্ডে জমা দিবেন। এই ফাণ্ডের টাকা

প্রয়োজনমত সমাক বা একাংশ রোজা চলাকালীন সময়ে স্থানীয় গরীব ভ্রাতা ও ভগ্নিদের মধ্যে সাহায্য হিসাবে দিবেন, বাকী উদ্‌বৃত্ত টাকা কেন্দ্রে পাঠাইয়া দিবেন। ঢাকা, চট্টগ্রাম খুলনা, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, তেজগাঁও, মোমেনশাহী, দিনাজপুর, রংপুর ও নারায়ণগঞ্জ-এর মত শহরে ফিদিয়া হবে কমপক্ষে ৩০০/০০ টাকা। আল্লাহ্‌ যাদের মালী হালত ভাল করিয়াছেন, তাহারা নিজেদের অবস্থা অনুযায়ী বর্ধিত হারে ফিদিয়া দিবেন। এইসব জামাতের উদ্‌বৃত্ত ফিদিয়ার টাকা অত্র কেন্দ্রীয় দপ্তরে পাঠাইবেন। এবারকার জন্য ফিৎরানা মাথাপিছু ২৪/০০ টাকা ধার্য্য করা গেল (এই নিরিখ গমের চলতি মূল্য ধরিয়া ধার্য্য করা হইল)। ইহার অর্ধেক হইল ১২/০০ টাকা। অবস্থা অনুযায়ী প্রত্যেকের জন্য পুরা বা অর্ধেক হারে ফিৎরানা দেওয়া যাইবে। স্মরণ রাখিবেন, একদিনের নবজাত শিশুর জন্যও ফিৎরানা দিতে হইবে। যে জামাতে ফিৎরানা লইবার লোক নাই অথবা ফিৎরানা বিতরণের পর টাকা উদ্‌বৃত্ত থাকে সেই টাকা অত্র কেন্দ্রীয় দপ্তরে পাঠাইবেন। ইহা ছাড়া আরও একটি উল্লেখ্য বিষয় এই যে, মোট আদায়কৃত ফিৎরানা হইতে শতকরা ১০ ভাগ অত্র অফিসে অবশ্যই পাঠাইতে হইবে। অনুরূপভাবে যাহাদের উপর যাকাত ফরয তাহারা এই পবিত্র মাসে যাকাত আদায়ে যত্নবান হইবেন।

রমজান মাস নফল ইবাদত, যিকরে ইলাহী ইত্যাদির এক বিরাট সুযোগ সৃষ্টি করে। সকল ভ্রাতা নামায তাহাজ্জুদ, তেলাওয়াতে কুরআন, দরূদ শরীফ পাঠ, এস্তেগফার, মসনুন দোওয়া ইত্যাদির মাধ্যমে আল্লাহতায়ালার সন্তুষ্টি হাসিলের জন্য সর্বদা চেষ্টারত থাকিবেন এবং জামাতের উন্নতির জন্য বেশী বেশী করিয়া দোওয়া করিবেন। যেখানে সম্ভব তাহাজ্জুদ ও তারাবীহ্‌'র নামায বা-জামাতের ব্যবস্থা করিবেন এবং জামাতের সকল ছেলে-মেয়েদিগকে নিয়া নামায পড়িবেন। যেখানে তাহাজ্জুদ নামায বা-জামাত পড়া সম্ভব নয় সেখানে অবশ্যই তারাবীহ্‌'র নামায বা-জামাত আদায় করিবেন। স্মরণ রাখিবেন, তারাবীহ্‌ নামায পড়ার পরও তাহাজ্জুদের নামায পড়া যায়।

রমজান মাসের শেষের ১০ দিনে হযরত রাসূলে করীম (সাঃ) ইতেকাফ করিতেন। ইহা বড়ই বরকতপূর্ণ এবং জরুরী ইবাদত। প্রত্যেক জামাতে যাহাতে বন্ধুরা ইহাতে শরিক হন তাহার জন্য এখন হইতে ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন। রমজান মাসে হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর কিতাব —যথা কিশতিয়ে নূহ, ইসলামী নীতি দর্শন ও সিলসিলার অন্যান্য পুস্তকাদি, যথা—আহমদীয়াতের পয়গাম, আল্লাহতায়ালার অস্তিত্ব পুস্তকসমূহ বিশেষ মনোযোগ সহকারে নিয়মিত পাঠ করার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে। হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে (আইঃ)-এর খোৎবা ও খোৎবার ক্যাসেট সমূহ শুনিবার ও শুনাইবার ব্যবস্থা করিবেন।

বন্ধুগণকে ইতিপূর্বেই বলা হইয়াছে যে, রমজানুল-মোবারকে বান্দার দোওয়া বিশেষভাবে কবুল হয়। সেই জন্য জামাতের বর্তমান কঠোর অগ্নি-পরীক্ষার সময় জামাতের পূর্ণ কামিয়াবীর জন্য আপনারা ধৈর্য ও সহনশীলতার সহিত দোওয়া করিতে থাকিবেন যেন আল্লাহ তায়ালা তাঁহার সকল বান্দাকে হেদায়েত দান করেন এবং দুনিয়ার অন্ধকার দূর করিয়া উজ্জ্বল দিনের উদয় করেন। এতদসংগে সদকা ও বেশী বেশী নফল নামায এবং কুরআন পাকের তেলাওয়াতও জারী রাখিবেন।

পাকিস্তানের একান্ত নিরীহ ও অসহায় নারী, পুরুষ ও শিশু নির্বিশেষে আহমদীদের উপর যে বর্বর ও দানবীয় অত্যাচার চালানো হইতেছে সে সম্পর্কে আপনারা আশা করি অবগত আছেন। আহমদীগণ ঈমান রক্ষার্থে সেখানে অকাতরে আহাদের জান-মালের কোরবানী দিয়া চলিয়াছে, তাহাদের সর্বময় হেফাজত ও মঙ্গলের জন্য পরম করুণাময় আল্লাহর কাছে এই পবিত্র মাসে বিশেষভাবে দোওয়া জারী রাখিবেন।

ইহা ব্যতীত আমরা একটি বিষয়ের প্রতি আপনাদের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই। তাহা হইল মালী কোরবানী, যাহার জন্য বিশেষভাবে এই পবিত্র রমজান মাসই উপযুক্ত সময়। প্রত্যেক ভ্রাতা ও ভগ্নির নিকট বিশেষভাবে আমি আবেদন জানাইতেছি যে এই পবিত্র মাসে প্রত্যেকে নিজ নিজ সাধ্যমত মালি কোরবানী দিতে বিশেষতঃ তাহ্‌রীকে জাদীদ, ওক্‌ফে-জদীদ, শতবার্ষিকী জুবিল ফাণ্ড ও সৈয়দনা বেলাল ফাণ্ডে অকাতরে ওয়াদা এবং সম্পূর্ণ চাঁদা আদায়ে যত্নবান হইবেন। উক্ত খাতে রমজান শরীফে পূর্ণ চাঁদা আদায়কারীদের নামের তালিকা বিশেষ দোওয়ার জন্য হুযূর আকদাস (আইঃ)-এর খেদমতে পাঠান হইবে।

বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে যখন আমাদের জামাত এক ঐতিহাসিক ক্রান্তিলগ্ন অতিক্রম করিতেছে—সে সময় যুগ-খলিফা হযরত আমিরুল মোমিনিন খলিফাতুল মসীহ রাবে (আইঃ) 'দাওয়াত ইলাল্লাহ'র প্রতি বিশেষ তাগিদ দিতেছেন, সেই ডাকে সক্রিয়ভাবে সাড়া দেওয়া বিশেষ করিয়া এই পবিত্র মাসে প্রত্যেক আহমদীর অবশ্য কর্তব্য বলিয়া মনে করি। এই কাজের অগ্রগতির উপরই জামাতের অগ্রগতি বিশেষভাবে নির্ভরশীল। হুযূর ফরমাইয়াছেন যে সময় আসিয়াছে এখন প্রত্যেক আহমদীকে মুবাল্লেগে পরিণত হইতে হইবে। এই পবিত্র কাজের জন্য এই পবিত্র মাসটিই সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত সময়। অতএব, আমার বিশেষ অনুরোধ হুযূরের এই ডাকে সাড়া দিয়া আপনারা প্রত্যেকেই নিজেদের সময় ও সামর্থ্যের কোরবানী দিতে দ্বিধা বোধ করিবেন না।

আমাদের প্রিয় ইমাম হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে (আইঃ)-এর পূর্ণ স্বাস্থ্য, সুদীর্ঘ হায়াত এবং তাঁহার কার্যক্রম পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠার জন্য এবং সিলসিলার সকল মুরুব্বী, সর্ব শ্রেণীর ওহ্‌দাদার ও সকল ভ্রাতা-ভগ্নির জন্য এবং ইসলাম তথা আহমদীয়াতের বিশ্ব-বিজয়ের জন্য, দুনিয়াতে বিশ্ব-শান্তি কায়েমের জন্য ব্যক্তিগত ও ইজতেমায়ীভাবে দো'য়া জারী রাখিবেন।

বন্ধুগণ স্মরণ রাখিবেন যে, আমরা পঞ্চদশ শতাব্দীর সপ্তম বর্ষে পদার্পণ করিয়াছি। এই শতাব্দী ইসলামের বিশ্ব বিজয়ের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব বহণ করে। সুতরাং বন্ধুগণ ঐকান্তিকতার সহিত আল্লাহতায়ালার দরবারে বিশেষভাবে দোওয়া করিবেন যেন তিনি অপূর্ব ঐশী সাহায্য ও উজ্জ্বল নিদর্শনাবলীর মাধ্যমে সেই গৌরবজ্জ্বল মহান কল্যাণবর্ষী বিজয় ও বিশ্ব শান্তি আমাদিগকে অচিরেই লাভ করার সৌভাগ্য দেন, বিশ্ব-মানব যেন মহা মহিমাময় আল্লাহর গুণগানে আকাশ-বাতাস মুখরিত করিয়া তোলে এবং হেদায়াত মণ্ডিত সুদিনের হাসি মানুষের মুখে ফাটিয়া উঠে। আমীন! বাংলাদেশের জামাতের হেফাজত, অগ্রগতি ও সাফল্যের জন্যও বিশেষ দো'য়ার আবেদন করিতেছি। আল্লাহতায়ালা সকলের হাফেজ ও নাসের হউন। ওয়াস-সালাম!

খাকসার—মোহাম্মদ

ন্যাশনাল আমীর
বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া

আমি যাব কোথায় ! ?

জটাধারী লেংটা ফকিরের দল গাঁজার নেশায় চুঁড
লাঠি, সোটা, খন্তা-কুড়াল নিয়ে পড়ল ঝাপিয়ে
ইসলামের তরে জেহাদকারী এক দলের শোভাযাত্রায়,
লংকাকাণ্ড ঘটে, নিরাপত্তা বাহিনী হয় মোতায়েন
সাধক পুরুষ হযরত শাহজালাল (রহঃ)-এর মাজার প্রাঙ্গণে !
একদল বলে ওরশের নামে চলতে দিব না আর
অনৈসলামিক, অসামাজিক অপকর্ম এই ভাবে,
লক্ষ লক্ষ টাকার মানত, নজর ও সেলামীর হিসাব নেবই এবার।
খাদেম সাহেবেরা বলে, তোমাদেরও হিসাব দিতে হবে
ওয়াজ-নসিহত, মিলাদ মাহফিল, খতমে কুরআন আর
রাজনীতির চোরাপথে আয় কত অবৈধ পন্থায় !
হতবাক আমি, ভেবে হই দিশেহারা, বিস্ময় বাড়ে শুধু
এক অন্ধ কি ভাবে দেখায় পথ আর এক অন্ধেরে হায় !
কা'র সুন্নতের অনুসারী এরা কোথায় পেল এই শরীয়ত ?
প্রিয়নবী মুহাম্মাদ (সাঃ) কি ছিলেন সংসার-ত্যাগী লেংটা ফকির ?
তাঁর মজলিসে কি বেঁজেছিল সারিন্দা-একতারা-ডুগডুগী কোনদিন
লাল শালু কি ছিল তাঁর পবিত্র দেহের সুন্নতি পোষাক !
গাঁজার নেশায় দম্ দিয়ে কি তিনি হয়েছিলেন প্রেমিক দিওয়ানা ?
ভেবে পাইনা দিশা, কোন্ ওয়াজ মাহফিলে বা 'সবিনা খতমে'
নবীজি নিয়েছিলেন কত টাকা—অশেষ ছওয়াব বিক্রি করে ?
এই অভিনব সুন্নত আজকের নায়েবে-রাসূলগণ পেলেন কোথায় !
ওগো নূরনবী রাহমাতুল্লীল আল্-আমীন, খাতামান্নাবীইন !
শুধু একবার বলে দাও, এই অধম এখন যাবে কোথায় ! ?

—মোহাম্মদ আখতারুজ্জামান

ইউনাইটেড চা মানেই ভাল চা

UNITED TEA COMPANY DHAKA

ইউনাইটেড টি কোং

ইউনাইটেড চা স্বাদে, গন্ধে ও তৃপ্তিতে অতুলনীয়
বাগানের সেরা চায়ের আদর্শ প্রতিষ্ঠান

১০৩, দক্ষিণ মুগদাপাড়া, ঢাকা-১৪

আহমদনগর আঞ্জুমানে আহমদীয়ার বার্ষিক জলসা উপলক্ষে
হযূর (আইঃ)-এর পবিত্র পয়গাম

[বিগত ১০ ও ১১ই এপ্রিল '৮৭ইং অনুষ্ঠিত আহমদনগর (জিলা পঞ্চগড়) আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার ১৪তম সালানা জলসা উপলক্ষে সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে (আইঃ) উর্দ্দু ভাষায় যে পবিত্র পয়গাম প্রেরণ করেন তার বঙ্গানুবাদ নিম্নে দেওয়া হলো। জলসার বিস্তারিত সংবাদ আগামী সংখ্যায় ছাপা হবে।—সঃ আহমদী]

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده و نصلى على رسوله الكريم

লণ্ডন—১২/৩/৮৭ইং

আমার প্রিয় ভ্রাতা ও ভগ্নিগণ,

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহে ওয়া বারকাতুহু,

আহমদনগর জামায়াত আহমদীয়ার সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হ'তে যাচ্ছে শুনে আমি খুবই আনন্দিত হলাম। আল্লাহতায়ালা এই জলসাকে অগণিত রহমত ও বরকতের দ্বারা পরিপূর্ণ করুন এবং এতে অংশ গ্রহণকারীদের উপরও তাঁর ফজল ও রহমতের বারিবর্ষণ করুন এবং এই জলসার ইতিবাচক ও উত্তম ফল প্রকাশ করুন।

আল্লাহতায়ালার খুব বড় এহসান যে তিনি আমাদেরকে হযরত মসিহ মওউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামকে গ্রহণ করার তওফিক দান করেছেন, যাঁর আগমনের জন্য জাতিবর্গ অপেক্ষারত ছিল এবং এখনও তাঁর পথ-পানে তাকিয়ে আছে। হযরত মসীহ মওউদ আলাইহেস সালাতু ওয়াস সালামের বরকত ও আশীর্বাদে আল্লাহতায়ালা আমাদেরকে পরস্পর প্রেমের বাঁধনে বেঁধে দিয়েছেন। ইহা সেই মোজেযারই প্রতিচ্ছায়া, যা আমাদের প্রভু ও নেতা হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে প্রদান করা হয়েছিল—"ফা আল্লাফা বাইনা কুলুবিকুম ফা-আস্‌বাহ্‌তুম বেনে'মাতিহি ইখ্‌ওয়ানা" (অর্থাৎ—"অতএব তিনি তোমাদের হৃদয়কে পরস্পর প্রেম-বন্ধনে বেঁধে দিলেন। এর ফলে তোমরা তাঁর নেয়ামতের দ্বারা পরস্পর ভাই ভাই হয়ে গেলে')।

বর্তমান যুগে আল্লাহতায়ালা জামায়াতের উপর 'দাওয়াত ইলাল্লাহ' এর মহান দায়িত্ব ন্যস্ত করেছেন। আপনারা সকলে সাহসিকতা, অধ্যবসায়, দৃঢ়চিত্ততা, প্রেম ও প্রজ্ঞা সহকারে চতুর্দিকে আওয়াজ দিন এবং ছড়িয়ে পড়তে থাকুন। আপনারা সকলে নিজদিগকে খোদাতায়ালার সম্মুখে জবাবদিহির সম্মুখীন জ্ঞান করে এই ফরয কর্তব্যটি পালন করুন। আপনারা সকলে 'দায়ী-ইলাল্লাহ—'আল্লাহর দিকে আহ্বানকারী' হয়ে যান এবং সত্যের বিজয়ের সুসংবাদ দিন। যারা এই পথে আগুয়ান হয় এবং সফলতা লাভ করে তারা সৌভাগ্যশালী। স্মরণ রাখুন যে, বিজয়ের দিন সন্নিকট এবং এই বিজয় নেক ও মুত্তাকী লোকদিগের দ্বারাই সাধিত হবে। সুতরাং নেক ও মুত্তাকী হোন। নিশ্চয় আল্লাহতায়ালা সাহায্য করবেন।

হযরত মসীহ মওউদ আলাইহেস সালাতু ওয়াস সালাম বলেন :—

"সত্যের বিজয় হবে এবং ইসলামের জন্য পুনরায় সেই সজীবতা ও উজ্জ্বলতার দিন আসবে যা পূর্বে ছিল এবং সেই সূর্য পুণরায় স্বীয় পূর্ণ গৌরব সহকারে উদিত হবে যেমন পূর্বে উদিত হয়েছিল। কিন্তু এখনো এরূপ হয়নি। যে পর্যন্ত কঠোর পরিশ্রমে আমাদের রক্ত পানিতে পরিণত না হবে, আমরা আমাদের যাবতীয় আরাম তার প্রকাশের জন্য বর্জন না করব এবং ইসলামের গৌরবের জন্য সকল অপমান বরণ না করব, সে পর্যন্ত আকাশ সেই সূর্যের উদয় বন্ধ রাখবে। ইসলামের জীবন লাভ আমাদের নিকট থেকে এক প্রায়শ্চিত্ত চায়। উহা কি? উহা হলো এই পথে আমাদের মৃত্যু বরণ। এই মৃত্যুর উপরই ইসলামের জীবন, মুসলমানদের জীবন এবং জীবন্ত খোদার মহিমার বিকাশ নির্ভর করে।"

(ফাত্‌হে ইসলাম, পৃঃ ১২-১৩)

অতএব, ঐ সকল লোক ধন্য ও মোবারক যারা হযরত মসীহ মওউদ আলাইহেস সালাতু ওয়াস সালামের ডাকে 'লাব্বাইক' বলে সাড়া দেন। আল্লাহতায়ালা আপনাদের সাথী ও সহায় হউন। আপনাদের ঈমান ও ধন-সম্পদে বরকত দিন। আপনাদের দোওয়া সমুহকে কবুলিয়তের মর্যাদা দান করুন এবং স্বীয় ফজলের দ্বারা আপনাদেরকে সফলকাম করুন।

সকল ভ্রাতা ও ভগ্নিকে আমার মহব্বতভরা সালাম দিন। আমার দোওয়া আপনাদের সাথে রইল। ওয়াস্‌সালাম! খাকসার

(মির্যা তাহের আহমদ)

খলীফাতুল মসীহ রাবে'

অনুবাদঃ আহমদ সাদেক মাহ্‌মুদ

রোযার অপরিহার্যতা ও তাৎপর্য সম্বন্ধে হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) বলেনঃ

"রোযাদার ব্যক্তির লক্ষ্য রাখা উচিত, রোযার দ্বারা মানুষের পক্ষে শুধু ক্ষুধার্ত থাকাই উদ্দেশ্য নয়, বরং খোদাতায়ালার স্মরণ ও যিকিরের মধ্যে একান্ত মশগুল থাকা উচিত। আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম রমযান শরীফে অত্যন্ত ইবাদত করিতেন। এই দিনগুলিতে আহার-বিহারের ধ্যান হইতে মুক্ত হওয়া এবং সেই সংক্রান্ত প্রয়োজনাদী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আল্লাহর দিকে ঝুঁকিয়া পড়া এবং তাহাতেই তন্ময়তা ও আবেশ লাভ করা দরকার। হতভাগ্য সেই ব্যক্তি, যাহার দৈহিক খাদ্য তো জুটিল, কিন্তু সে রুহানী খাদ্যের জন্য কোনই পরোয়া করিল না। দৈহিক খাদ্যের দ্বারা যেমন দৈহিক শক্তি লাভ হয়, তেমনি রূহানী খাদ্য আত্মাকে সবল ও কায়েম রাখে এবং উহার দ্বারা রূহানী শক্তিগুলি সতেজ হয়। খোদাতায়ালার নিকট ফয়েজ ও কল্যাণমণ্ডিত হওয়ার অভিলাষী হও; কেননা সবকিছুর দুয়ার তাঁহারই তৌফিক ও সুযোগ-সামর্থ দানেই খুলিয়া থাকে।"

(১৯০৬ইং সালের সালানা জলসার বক্তৃতা, পৃঃ ২০-২১)

অনুবাদঃ আহমদ সাদেক মাহ্‌মুদ

সংবাদ ঃ

বহির্বিশ্বে জামাতে আহমদীয়ার ইসলাম প্রচার তৎপরতা ঃ

আন্তর্জাতিক মেলায় পুস্তক প্রদর্শনী
গ্যাম্বিয়ার রাষ্ট্রপতিকে পবিত্র কুরআন উপহার ঃ

ডাকার (গ্যাম্বিয়া) ঃ সাম্প্রতিক কালে এখানে অনুষ্ঠিত ১২ (বার) দিন ব্যাপী আন্তর্জাতিক মেলায় ৩৬ (ছত্রিশ) টি দেশ নিজ নিজ দেশের বিভিন্ন সামগ্রী প্রদর্শন করে দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা চালায়। গ্যাম্বিয়ার আহমদীয়া জামাতও উক্ত মেলায় জামাতের প্রকাশিত পুস্তকাদি প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে এক বুক-ষ্টলের আয়োজন করে। ইহা মেলার দর্শনার্থীদের আকর্ষণের কারণ হয় এবং জ্ঞান ও মারেফাতপূর্ণ জামাতের পুস্তকাদির প্রতি দর্শকদের বিপুল আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়।

আন্তর্জাতিক এই মেলার উদ্বোধন করেন গ্যাম্বিয়ার রাষ্ট্রপতি আব্দু দিউফ। মেলার প্রদর্শনীর উদ্বোধন-অনুষ্ঠানে গ্যাম্বিয়াস্থ জামাতে আহমদীয়ার মুবাল্লিগ (ধর্ম-প্রচারক) মাল্লাম আহমদ লেইক মাননীয় রাষ্ট্রপতিকে অধুনা প্রকাশিত পবিত্র কুরআনের ফরাসী অনুবাদের একটি কপি উপহার দেন। মাননীয় রাষ্ট্রপতি সাদরে ও সহাস্য বদনে তাহা গ্রহণ করেন।

প্রদর্শনীর ঐ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মুসলমান রাষ্ট্রসমূহের ১৩ (তেরজন) রাষ্ট্রদূতকেও ফরাসী ভাষায় অনুদিত পবিত্র কুরআনের কপি উপহার হিসেবে প্রদান করা হয়। তাঁরাও কৃতজ্ঞ চিত্তে উপহার গ্রহণ করেন এবং ইসলামের খেদমতে জামাতে আহমদীয়ার অনন্য অবদানকে প্রশংসাভরে স্মরণ করেন।

আহমদীয়া মিশনারী ট্রেনিং কলেজের ভিত্তি স্থাপন—ভিত্ স্থাপন অনুষ্ঠান রেডিও টি,ভি,-তে সম্প্রচারিত ঃ জামাতে আহমদীয়া, ঘানার আমীর মোহতারম মৌলবী আব্দুল ওয়াহাব আদম হুযূর আকদাস (আইঃ)-এর নির্দেশে নাইজেরীয়া সফরকালে নাইজেরিয়ার ইলারোতে ১২০ বিঘা জমির উপর নির্মিতব্য মিশনারী ট্রেনিং কলেজের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন।

ভিত্-স্থাপন অনুষ্ঠানে নগরবাসী জনগণ ছাড়াও বহু সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ, বিভিন্ন ধর্মীয় নেতৃবর্গ ও গণ্যমান্য প্রধানগণ যথেষ্ট উৎসাহ সহকারে সাগ্রহে যোগদান করেন। উল্লেখ্য যে অনুষ্ঠানটি নাইজেরীয়া রেডিও এবং টি, ভি সম্প্রচারিত করে।

জামাতে আহমদীয়া ইলারো-র ভ্রাতা-ভগ্নিগণের দানকৃত জমিতে নির্মীয়মান এই মিশনারী কলেজ থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ইসলাম প্রাচারকগণের দ্বারা নাইজেরিয়া তথা সমগ্র আফ্রিকা ইসলাম তথা আহমদীয়াতের শান্তি ও প্রশান্তিময় ছায়ায় আশ্রয় খুঁজে পাক এবং আল্লাহতায়ালা ইলারো জামাতের ভ্রাতা-ভগ্নিগণকে অশেষ বরকতের অধিকারী করুন। আমীন!

আহমদীয়া জামাতের সিরাতুনবী (সাঃ) জলসা লাইবেরীয় বেতারে সম্প্রচারিত ঃ

জামাতে আহমদীয়ার মনরোভিয়াস্থ মিশন অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণ রুহানী পরিবেশে সিরাতুন্নবী (সাঃ) জলসার আয়োজন করে। আহমদীয়া জামাতের বুজুর্গ বক্তাগণ হযরত খাতামান্‌নাবীয়ীন (সাঃ)-এর সুমহান, সুউচ্চ মর্যাদাপূর্ণ সিরাত বর্ণনা করে শ্রোতামণ্ডলীকে তাঁর অতুলনীয় জীবনাদর্শকে অনুসরণ ও অনুকরণ করার উদাত্ত আহ্বান জানান।

উল্লেখ্য যে এই সিরাত অনুষ্ঠানে বিভিন্ন দেশের কুটনীতিকবৃন্দ, সাংবাদিক, মসজিদের ইমাম, বিদ্যালয়ের শিক্ষক-ছাত্র তথা সর্বস্তরের নাগরিকগণ উপস্থিত হয়ে উক্ত অনুষ্ঠানকে সর্বতোভাবে সাফল্যমণ্ডিত করেন।

এই অনুষ্ঠান তথাকার জনগণের মধ্যে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছে এবং জামাত সম্পর্কে তাদের সুধারণা ও আগ্রহের বৃদ্ধি ঘটিয়েছে। ফলশ্রুতিতে, লাইবেরীয় রেডিও এই মহান সিরাত অনুষ্ঠান সম্প্রচারিত করে এবং সংবাদপত্রগুলিতেও ইহার কর্মসূচী ও বক্তৃতার সারাংশ আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপন করা হয়। (লণ্ডন থেকে প্রকাশিত নিউজ বুলেটিন হ'তে সংকলিত)

সংকলন : **মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ**

শুভ বিবাহ

গত ১১ই এপ্রিল ৮৭ রোজ শনিবার আহমদনগর আঞ্জুমানে আহমদীয়ার ১৪তম সালানা জলসার সমাপ্তি অধিবেশনের পর উথলী (চুয়াডাঙ্গা) নিবাসী জনাব আবুল বরকত সাহেবের দ্বিতীয় পুত্র আব্দুল মান্নান পিন্টু (বর্তমান ঢাকা দারুত তবলীগ)-এর সহিত আহমদনগর (পঞ্চগড়) নিবাসী মরহুম আবু আহমদ (সাংবাদিক) সাহেবের কনিষ্ঠা কন্যা সালমা নাগিস শেলীর বিবাহ ২৫,০০১ (পচিশ হাজার এক) টাকা দেনমোহরানা ধার্যে সু-সম্পন্ন হয়। উক্ত বিবাহ পড়ান সদর মুরুব্বী মৌলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ সাহেব এবং মোহতারম ন্যাশনাল আমীর সাহেব ও নায়েব ন্যাশনাল আমীর (২) সহ বিভিন্ন জামাতের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি দোয়ায় শরীক হন।

উক্ত বিবাহ যাহাতে বাবরকত ও চিরকল্যাণকর হয় তাহার জন্য সকলের নিকট খাস দোয়ার আবেদন করা যাইতেছে।

শোক সংবাদ

কৈগাড়ী কৃষ্ণপুর (নাটোর) নিবাসী জনাব মোহাম্মদ জমির উদ্দিন সাহেব বিগত ৯ই মার্চ চিকিৎসার্থে হাসপাতালে নেওয়ার পথে শ্বাস ক্রিয়া বন্ধ হয়ে প্রায় ষাট বছর বয়সে বিকাল ৫-৩০ মিঃ ঘটিকায় ইন্তেকাল করেন। ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন। তিনি একজন মুখলেস আহমদী মুসলমান ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ৮ পুত্র ও ৩ কন্যা এবং অনেক নাতী-নাতনী ও গুণগ্রাহী রেখে যান। তাঁর রুহের মাগফিরাত এবং শোকসন্তপ্ত পরিবার পরিজনের ধৈর্যধারণের জন্য এবং আল্লাহ্‌তায়ালা যেন তাদের হাফেজ ও নাসের হন তজ্জন্য জামাতের ভ্রাতা ও ভগ্নিগণ খাসভাবে দোওয়া করিবেন।

বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার ত্রয়োদশ বার্ষিক তালীম তরবিয়তী ক্লাশ ১৯৮৭-এর পাঠ্য-সূচী

(ক) আল-কুরআন ঃ সূরা ফাতেহা, সূরা বাকারার প্রথম ১৭ আয়াত (শেষ রুকু), এবং সূরা জুমুআ শুদ্ধভাবে মুখস্ত করুন, তরজমা ও তফসীর শিখুন।

(খ) আল-হাদীস ঃ

১) হাদীস সংকলন ও লিপিবদ্ধ করার ইতিহাস, ২) হাদীসের শ্রেণী বিন্যাসের বিশদ আলোচনা, ৩) "চল্লিশটি মহামূল্য রত্ন"-এর প্রথম ১০টি হাদীস শিখুন।

(গ) সেলসেলার কিতাব ঃ

১। তবলীগে হক্ব বা হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর আহ্বান, ২। হামারে তালিম বা আমাদের শিক্ষা, ৩। জরুরতুল ইমাম, ৪। আহমদীয়াতের পয়গাম, ৫। তাজাল্লিয়াতে ইলাহিয়া বা ঐশী বিকাশ, ৬। আল্লাহ্‌তায়ালার অস্তিত্ব।

(ঘ) তবলিগী মসলা—মাসায়েল ঃ

১। হযরত খাতামান্‌নাবীঈন (সাঃ) সম্পর্কিত কুরআনের তিনটি আয়াত ও হাদীসের তিনটি উদ্ধৃতি (অর্থ ও ব্যাখ্যা)। ২) সাদাকাতে মসীহ মওউদ (আঃ) সম্পর্কিত কুরআনের ও হাদীসের তিনটি উদ্ধৃতি, অর্থ ও ব্যাখ্যা। ৩) ওফাতে ঈসা (আঃ) সম্পর্কিত কুরআনের তিনটি ও হাদীসের তিনটি করে উদ্ধৃতি, অর্থ ও ব্যাখ্যা।

(ঙ) তরবিয়তী মসলা-মাসায়েল ঃ

১। অর্থসহ সকল প্রকার নামায (আংগিক অনুশীলনসহ) শিখুন। ২। জুবিলী পরিকল্পনার দো'য়া ও তাহ্‌রীক সমূহ শিখুন। ৩। রোজা, হজ্জ, যাকাত ও জামাতী চাঁদার গুরুত্ব আলোচনা করুন। ৪। সত্যবাদীতা, বিনয়, এতায়াত, ক্ষমা, পিতামাতার প্রতি কর্তব্য সম্পর্কিত আলোচনা।

(চ) উর্দু শিক্ষা ঃ

১। উর্দু হরফ সমূহ শিখুন; ২। পহেলা কিতাব পাঠ সম্পূর্ণ শিখুন ৩। একটি উর্দু নযম শিখুন।

(ছ) তালীম ও তরবিয়তী বক্তৃতা ঃ

১। দায়ী-ইলাল্লাহ সম্পর্কিত বক্তৃতা, ২। খেলাফতের বারাকাত ৩। এতায়াতে নেজাম, ৪। রসুম ও রেওয়াজ ৫। ইসলামে জেহাদ, ৬। ইকামতে সালাত, ৭। প্রচলিত খৃষ্ট-ধর্মের অসারতা ৮। কুরআন করীমের শ্রেষ্ঠত্ব, ৯। মসীহ মওউদ (আঃ)-এর কিছু ভবিষ্যদ্বাণী ও উহার পূর্ণতা, ১০। তবলীগের পদ্ধতি, ১১। সিনেমা ও ধুমপানের অপকারিতা, ১২। স্বাস্থ্য ও জীবন।

খাকছার—মোহাম্মদ আজহার উদ্দিন খন্দকার
সেক্রেটারী, তালীম-তরবিয়তী ক্লাশ—'৮৭.

শত বার্ষিকী জুবিলী সংক্রান্ত বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

আমরা অত্যন্ত আনন্দের সহিত জামাতের সকল ভ্রাতা ও ভগ্নিদের খেদমতে জানাইতেছি যে, হযরত আমীরুল মুমেনীন খলীফাতুল মসীহ রাবে (আইঃ) শতবার্ষিকী জুবিলী ফাণ্ডের ওয়াদাকৃত চাঁদা আগামী ৩১শে ফাতাহ, ১৩৬৬ হিঃ শাঃ/ডিসেম্বর, ১৯৮৭ইং তারিখ পর্যন্ত আদায়ের সময়সীমা বর্ধিত করিয়াছেন—আলহামদুলিল্লাহ আলা যালেক।

এমতাবস্থায় যে সকল ভ্রাতা ও ভগ্নি এখনও ওয়াদা পূর্ণ করিতে পারেন নাই তাহাদেরকে সর্বশেষ আগামী ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৮৭ তারিখের মধ্যে নিজ নিজ ওয়াদার সমুদয় চাঁদা পরিশোধ করিয়া দিতে অনুরোধ করিতেছি।

অনুরূপভাবে অদ্যাবধি যে সকল ভ্রাতা ও ভগ্নি এই শতাব্দীর মোবারক তাহরীকে ওয়াদা করেন নাই, তাহাদেরকেও উক্ত সময়সীমার মধ্যে যথাসম্ভব ওয়াদা করিয়া চাঁদা পরিশোধ করতে স্মরণ করাইতেছি। কারণ এই শতাব্দী শেষ হইবার পর দ্বিতীয় শতাব্দী শুরু হইলে তখন প্রথম শতাব্দীর চাঁদা আর গ্রহণ করা হইবে না। এখন যাহারা জীবিত আছেন তখন যেন কাহারও এই বলিয়া আফসোস করিতে না হয়, **'হায়! আমি কেন প্রথম শতাব্দীর তাহরীক অনুযায়ী ওয়াদা ও চাঁদা আদায় করিতে বঞ্চিত ছিলাম'।** তাই সময় থাকিতে এই মুবারাক তাহরীকে চাঁদা আদায় করিতে বিশেষভাবে অনুরোধ করিতেছি।

এই মর্মে, জামাতের মোহতারম আমীর/প্রেসিডেন্ট সাহেবগণের খেদমতে আরয যে, সকল ভ্রাতা ও ভগ্নি শত বার্ষিকী জুবিলীর খাতে চাঁদা আদায় করিবেন, তাহাদের পূর্ণ নাম ও ঠিকানা সম্বলিত তালিকা নিজ নিজ জামাতে প্রস্তুত করিয়া ২ (দুই) কপি খাকসারের নিকট পাঠাইবেন, যাহাতে শত বার্ষিকী জুবিলী মহাপরিকল্পনার মুজাহিদদের নাম হুযুর (আইঃ)-এর খেদমতে পাঠানো এবং বাংলাদেশে স্থায়ীভাবে সংরক্ষণ করা যায়। একইভাবে প্রত্যেক স্থানীয় জামায়াতেও তাহাদের নাম সংরক্ষণার্থে পৃথক রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবেন।

শত বার্ষিকী জুবিলী পরিকল্পনার উক্ত আর্থিক কুরবানী ছাড়াও দো'য়ার তাহরীকে শামিল হইতে এই বৎসর নিম্নলিখিত মাসগুলির বর্ণিত তারিখে নফল রোযা পালন করিতে এক কর্মসূচী নেওয়া হইয়াছে :—

(১) ২৩শে এপ্রিল বৃহস্পতিবার, (২) মে মাসে পবিত্র রমযান উপলক্ষে সারা মাসই রোযা, সেহেতু নফল রোযা পালনের প্রশ্ন আসে না, (৩) ২৫শে জুন বৃহস্পতিবার, (৪) ২৬শে জুলাই সোমবার, (৫) ২৭শে আগষ্ট বৃহস্পতিবার, (৬) ২৪শে সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার, (৭) ২৬শে অক্টোবর সোমবার, (৮) ২৬শে নভেম্বর বৃহস্পতিবার ও (৯) ২৭শে ডিসেম্বর সোমবার। ইনশাল্লাহ আগামী বছরের কর্মসূচী বছরের শুরুতে জানানো হইবে।

অতএব, এখন হইতে উপরোক্ত আর্থিক কুরবানী, মসনুন দোয়া ও নফল রোযা পালন করিতে জামায়াতের মধ্যে প্রতি মাসে অন্ততঃ একবার ব্যাপকভাবে এলান করাইবার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে সংশ্লিষ্ট আমীর সাহেবান/প্রেসিডেন্ট সাহেবান ও সেক্রেটারী সাহেবানকে অনুরোধ জানাইতেছি।

আল্লাহতায়ালা আমাদের সকলকে আহমদীয়াতের ইতিহাসে শতাব্দীর প্রকৃত মুজাহিদ হইবার তৌফিক দান করুন - আমীন! ওয়াসসালাম, খাকসার—

মোহাম্মদ আবদুল জলিল
সেক্রেটারী, শত বার্ষিকী জুবিলী পরিকল্পনা, বাঃ আঃ আঃ

আহ্‌মদীয়া জামাতের ধর্ম-বিশ্বাস

আহ্‌মদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইমাম মাহ্‌দী মসীহ মউওদ (আঃ) তাঁহার "আইয়ামুস সুলেহ" পুস্তকে বলিতেছেন ঃ

"যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সৈয়্যদনা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসুল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য, এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহতায়ালা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দুমাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহেমুস সালাম) এবং কেতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোজা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্য সমূহকে প্রকৃত-পক্ষে অবশ্য-করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্ম পালন করিবে। মোটকথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'এজমা' অর্থাৎ সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহ্‌লে সুন্নত জামাতের সর্ববাদি-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কিয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, প্রকাশ্যে আমাদের এই অঙ্গীকার সত্বেও, অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম ?"

"আলা ইন্না লা নাতাল্লাহে আলাল কাফেরীনাল মুফতারিয়ীন"

অর্থাৎ, "সাবধান, নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর আল্লাহর অভিশাপ।"

('আইয়ামুস সুলেহ,' পৃঃ ৮৬-৮৭)।

Published & Printed by Md. F. K. Molla at Ahmadiyya Art Press for the proprietors, Bangladesh Anjuman-E-Ahmadiyya

4 Bakshibazar Road, Dhaka-11. Phone No. 501379

Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar